RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

নীলাঞ্জনার সুরে মোহিত দেশবাসী

পৃষ্ঠা- ৫

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: , কোচবিহার, শুক্রবার, ১১ মার্চ – ২৪ মার্চ, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 26, Issue: 5, Cooch Behar, Friday, 11 March - 24 March, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

“পুলিশ সেবা পদক” পাচ্ছেন সুজিত লামা

আইসি সুজিত লামা

দায়িত্ব , কর্তব্য ও জনসংযোগের মাধ্যমে মানুষকে সাহায্য করার জন্য রাজ্য সরকারের ‘পুলিশ সেবা পদক’ পুরস্কার পেতে চলেছে মাল থানার আইসি সুজিত লামা। গত এক বছরের থেকেও বেশি সময় ধরে মাল থানায় আইসি মর্যাদায় রয়েছে সুজিত লামা। মাল থানার আগে যেই সব থানায় কর্তব্যরত ছিল সুজিত লামা।

প্রয়াত শেন ওয়ার্ন

প্রয়াত হলেন অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তী লেগ স্পিনার শেন ওয়ার্ন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। ৪ মার্চ থাইল্যান্ডে বন্ধ ঘরের মধ্যে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। ১৫৪টি টেস্টে ৭০৮টি টেস্ট উইকেট নেওয়ার নজির রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। লাল বলের ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট নিয়েছেন তিনি। তাঁর একটি বল ‘শতাব্দী সেরা’র খেতাব পেয়েছিল। ক্রিকেট মহল তাঁর মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত।

কোচবিহারে ঘাসফুলের আধিপত্য কায়েম, ফুটলো না পদ্ম

কোচবিহার: প্রত্যাশিতভাবেই তৃণমূল কংগ্রেস কোচবিহার জেলার সমস্ত পুরসভায় আধিপত্য বজায় রাখল। সবমিলিয়ে ৮০টি ওয়ার্ডের মধ্যে দুটি বামেদের দখলে গেলেও গেরুয়া শিবিরের জয় অধরাই থেকে গেল।

জেলার ৮০টি ওয়ার্ডের মধ্যে দিনহাটার ১৬টি, হলদিবাড়ির ২টি ও মাথাভাঙ্গার ২টি ওয়ার্ডে প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় তৃণমূল। এই ওয়ার্ড গুলি বাদ দিয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি বাকি পাঁচটি পুরসভার ৬০টি ওয়ার্ডে ভোট হয়। এর মধ্যে কোচবিহার পুরসভার ২,৪, ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী এবং ১৩ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে বামেরা জয়ী হয়। বাকি ৫৫ ওয়ার্ডে ঘাস ফুলের জয়জয়কার। তবে এই বিপুল জয়ের মধ্যেও তিনটি নির্দল ওয়ার্ড কোচবিহার পুরসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে কাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিজয়ী নির্দল প্রার্থীদের মধ্যে ২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী উজ্জ্বলতর এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী শুভ্রাংশু সাহা একসময় তৃণমূল

নেতা ছিলেন। অপরদিকে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল প্রার্থী ভুবণ সিংকে পরোক্ষে তৃণমূল নেতাই বলা চলে। তাঁদের জয় এটা পরিষ্কার যে মানুষ এই বিজয়ীদের পছন্দ করেন। পাশাপাশি প্রার্থী বাছাই নিয়ে স্বজনপোষনের অভিযোগও উঠেতে শুরু করেছে। তৃণমূল প্রার্থী মিনা তরের বিরুদ্ধে জয় পাওয়ায় উজ্জ্বল তরের বক্তব্য, দলের সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল তা প্রমাণ হয়ে গেল। এদিকে তিন নির্দল প্রার্থীর জয় প্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলা সভাপতি গিরীন্দ্র নাথ বর্মণ বলেন, ওঁদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সুতরাং এব্যাপারে কোন মন্তব্য করবোনা।

নিজেদের হার প্রসঙ্গে বিজেপি-র জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, ভোটের নামে কোচবিহারে প্রহসন হয়েছে। মানুষ নিজেদের ভোট দিতে পারেননি। পারলে এই ফলাফল হতনা। সিপিএম-র জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়ের গলায়ও একই সুর। তিনি বলেন জেলায় ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে।

এবার পুরসভার মসনদে কে বসেন এখন সবার নজর সেইদিকে। কোচবিহার পুরসভার প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জেতায় তাঁর চেয়ারম্যান হওয়ার সম্ভবনাই বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক। তবে সূত্রের খবর চেয়ারম্যান হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন প্রশাসক মণ্ডলীর বিদায়ী চেয়ারম্যান গৌরীশঙ্কর মাহেশ্বরী।

দার্জিলিং পৌরসভা দখল করল হামরো পার্টি

দার্জিলিং: মাত্র ছ’মাস আগে গঠিত হওয়া হামরো পার্টি দার্জিলিং পৌরসভা নির্বাচনে নজরকাড়া ফল করল। দার্জিলিং পৌরসভা দখল করলো পাহাড়ের নতুন রাজনৈতিক দল অজয় এডওয়ার্ড এর হামরো পার্টি। ৩২টি আসনের মধ্যে ১৮টি আসন দখল করে দার্জিলিং পৌরসভা গড়তে যাচ্ছে হামরো পার্টি।

হামরো পার্টির প্রধান অজয় এডওয়ার্ড জিএনএলএফ সভাপতি মন ঘিষিং-এর ঘনিষ্ঠ। বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে নতুন এই দল গঠন করেন তিনি। ফল স্বরূপ গত ২৫ নভেম্বর আত্মপ্রকাশ করে হামরো পার্টি। দল ভালও ফল করলেও দলের সভাপতি তথা ২২নম্বর ওয়ার্ডের হামরো পার্টির প্রার্থী অজয় এডওয়ার্ডকে পরাজিত করেছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রার্থী জ্ঞানে সিং। অন্যদিকে ১৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল প্রার্থী মিলন ডুকপা পরাজিত হামরো পার্টির শরন কুমার ছেত্রীর কাছে, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের জিএমএলএফ প্রার্থী মঞ্জুলা তামাং পরাজিত প্রজাতান্ত্রিক গোর্খা মোর্চার অমর লামার কাছে, পাশাপাশি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী পিটি ওয়ালা পরাজিত হামরো পার্টির সিতম লামার কাছে। পাহাড়ের হেভি ওয়েট প্রার্থীর মধ্যে ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার অমর লামা ২৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়যুক্ত হয়।

২ মার্চ নির্বাচনের সার্বিক ফলে হামরো পার্টি ১৮টি, ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ৯টি, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ৩টি ও তৃণমূল কংগ্রেস ২টি আসনে জিতেছে। জিএনএলএফ ও বিজেপি জোট বিধানসভা নির্বাচনে দার্জিলিঙে ভালো ফলাফল করলেও পৌরসভা নির্বাচনে হাতছাড়া হলো পাহাড়ের পৌরসভা।

পাঞ্জাবে আপ, চার রাজ্যে গেরুয়া ঝড়ে উড়লো বিপক্ষ

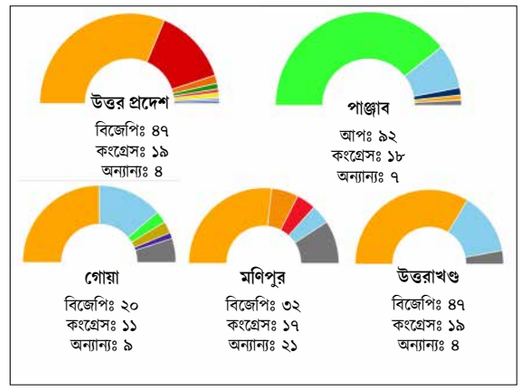

নয়া দিল্লি: উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব, মণিপুর এবং গোয়া, পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতেই গেরুয়া শিবিরে উঠেছে উৎসাহের ঝড়। চারটি রাজ্যেই সরকার গড়ার পথে বিজেপি। ভোটের এই ফলাফলে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন নিয়ে অনেকটা স্বস্তি জুগিয়েছে বিজেপিকে। অন্যদিকে কংগ্রেসও অন্যান্য বিরোধী শিবিরে নেমে এসেছে তীব্র হতাশা। উত্তরপ্রদেশ, গোয়া, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড এবং মণিপুরে কংগ্রেস প্রায় নিশ্চিহ্ন। বিরোধী পার্টি হিসেবে উত্তরপ্রদেশে কিছুটা ভাল ফল করেছে সমাজবাদী পার্টি।

পাঞ্জাবে এককভাবে ক্ষমতায় এসেছে আম আদমী পার্টি। ৯২টি আসন নিয়ে আম আদমী পার্টি পাঞ্জাবে সরকার গঠন করবে। আগের বার ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস ১৮টি আসনেই গুটিয়ে গেছে। কিসান আন্দোলনকে সমর্থন করেও কংগ্রেসের তেমন একটা লাভ হয় নি। তবে পাঞ্জাবে কংগ্রেসের পতনের পেছনে রয়েছে দলের অন্দরমহলের দ্বন্দ্বও। বিগত কিছু সময় ধরে পাঞ্জাবে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে যেমন লড়াই তৈরি হয়ে ছিল নির্বাচনে তার প্রভাবও অনস্বীকার্য। অন্য দিকে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসে এবার বিধানসভা নির্বাচনে জোর ধাক্কা খেলেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। গণনার শুরু থেকেই পাটিয়ালা আরবান আসনে পিছিয়ে ছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা। শেষ পর্যন্ত আপ এর অজিত পাল সিং কোহলির কাছে পরাজিত হলেন ক্যাপ্টেন।

উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের হাত ধরে ৮০৩ টি আসনের মধ্যে ২৭৩ টি আসনে জিতেছে বিজেপি। গত বারের জেতা ৩১২ থেকে এ বার আসন-সংখ্যা কিছুটা কমে গেলেও সরকার গঠন করবে বিজেপিই।

এর পর ২ পাতায়

একসময়ের শক্ত ঘাঁটি থেকে নিশ্চিহ্ন কংগ্রেস

ইসলামপুর: পুরসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয় নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে আগেই জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কারণ একসময়ের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত উত্তর দিনাজপুরের তিন পুরসভার সব আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি কংগ্রেস। ফল বের হওয়ার পর দেখা গেল সেই আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে। ইসলামপুর, ডালখোলা ও কালিয়াগঞ্জে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে কংগ্রেস।

কালিয়াগঞ্জ পুরসভায় ১৭টির মধ্যে ১০টি আসনে জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বাকি সাতটি আসনের মধ্যে ছয়টি আসন দখল করেছে বিজেপি ও একটি আসনে জিতেছে নির্দল প্রার্থী। ইসলামপুরে ১৭টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ১১টি, বিজেপি ২টি, নির্দল ৩টি ও সিপিএম ১টি আসন পেয়েছে। ডালখোলা পুরসভায় ১৬টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ১২টি ও নির্দল প্রার্থীরা ৪টি আসন জিতেছে। উল্লেখ্য বিগত পুরভোটে তিনটি পুরসভাতেই বোর্ড গঠন করেছিল

ইসলামপুর পুরসভা

কংগ্রেস। পরে কাউন্সিলররা দলবদল করায় অবশ্য ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেনি কংগ্রেস। কিন্তু এবারের পুরনির্বাচনে কংগ্রেস যে এভাবে মুছে যাবে তা অনেকেই ভাবতে পারেনি।

এদিকে রাজনৈতিক মহল সূত্রের খবর নির্বাচনের আগেই কার্যত ওয়াকওভার করে দিয়েছিল কংগ্রেস। গত নির্বাচনে কালিয়াগঞ্জে ১৫টি আসন জিতলেও এবার ১০টি আসনেই প্রার্থী দিয়েছিল কংগ্রেস।

ইসলামপুর ও ডালখোলায় বিগত পুরভোটে কংগ্রেস ১০টি করে আসন জিতলেও এবার যথাক্রমে ৩টি ও ৪টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল কংগ্রেস। জেতা তো দূরের কথা তিনটে পুরসভাতে উল্লেখ করার মতও ভোট পাননি কংগ্রেস নেতারা। কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত অবশ্য এই ফলাফলের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকেই দায়ী করেছেন। তাঁর বক্তব্য আমাদের প্রার্থীদের মনোয়ন জমা দিতে যেমন বাধা দেওয়া হয়েছে তেমনি ভোটারদেরও ঠিকমত ভোট দিতে দেওয়া হয়নি।

প্রথম পাতার পর

এর সঙ্গে উত্তর প্রদেশের ৩৭ বছরের ইতিহাস ভাঙল বিজেপি। ৩৭ বছরে উত্তর প্রদেশে কোনও সরকার পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার পর পুনরায় ক্ষমতায় আসতে পারেনি। বিজেপি সরকারই প্রথমবারের জন্য টানা দ্বিতীয়বার উত্তর প্রদেশে ক্ষমতায় এল। উত্তরপ্রদেশে এবারও মুখ্যমন্ত্রী পদে যোগী আদিত্যনাথই থাকছেন।

মণিপুরের নির্বাচনে ৬০ টি আসনের মধ্যে ৩২ টি আসনে বিজেপি জয় লাভ করল, এর সঙ্গে বিজেপি সবথেকে বড় দল হিসেবে সামনে উঠে এসেছে। উল্লেখযোগ্য ভাবে, মণিপুরে এবার অন্যতম প্রধান দল হিসেবে উঠে এল বিহারের শাসক দল জেডিইউ, ১০.৭৫ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়ে ৬ টি আসনে জয় লাভ করেছে। এবারের মণিপুর জয় বিজেপির জন্য এতটা সহজ ছিল না। গত বছর ডিসেম্বর মাসে মণিপুরে পার্শ্ববর্তী নাগাল্যান্ডের মন জেলায় সেনাবাহিনীর গুলিতে ১৪ জন নিরীহ গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছে। গ্রামবাসীদের মৃত্যুর পর নাগাল্যান্ড জুড়ে আফস্পা বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠছিল। অন্তঃপর মণিপুরের সাধারণ মানুষ বিজেপির পক্ষেই রায় দিল।

গোয়া এবং উত্তরাখণ্ডও গিয়েছে বিজেপির দখলে। উত্তরাখণ্ডের ম্যাজিক ফিগার ৩৬। বিজেপি সেখানে ৪৭টি আসন পেয়েছে। কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে মাত্র ১৯ আসন নিয়ে। গোয়াতে কংগ্রেস মোটামুটি লড়াই দিয়ে থাকলেও ২০টি আসনে জিতে সরকার গড়তে চলেছে অন্য দিকে ১১টি আসন নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

গোয়াতে পাখির চোখ রাখা তৃণমূল একটি সিটও পায়নি। গত কয়েকমাসে গোয়াতে বারবার ছুটে গিয়েছেন তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা। গোয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন খোদ দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মাসে মাসে মহিলাদের ৫ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, ফল প্রকাশের পর দেখা গিয়েছে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর অভিষেক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'আগামী ৫ বছর মাটি কামড়ে পড়ে থাকব। অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে আমরা হয়তো সবার কাছে সে ভাবে পৌঁছতে পারিনি।' ৬ শতাংশ ভোট সার্বিকভাবে তৃণমূল পেয়েছে গোয়ায়"। তাই এই ফলাফলকে একটা বড় সাফল্য বলেই উল্লেখ করেছে তৃণমূল।

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, চিন্তায় ব্যবসায়ী মহল

মালদা: একদিকে রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে চলছে যুদ্ধ। অপরদিকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গেও পুরো নির্বাচন সম্পন্ন হল। আর এইসব ধাক্কায় এবারে ফের জ্বালানি তেলের দাম বাড়তে চলেছে বলেই মনে করছে ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ। ইতিমধ্যে পেট্রোলের দাম লিটার পিছু সেঞ্চুরি পার করেছে। ডিজেল দামও ১০০ টাকা ছুঁই ছুঁই। নতুন করে জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে দুর্ভোগে পড়তে হবে সাধারণ মানুষকে। আর এই নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছে নর্থ বেঙ্গল পেট্রোলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা।

উল্লেখ্য, করোনা মহামারি শুরু হতেই গত দু'বছরের মধ্যে প্রতি নিহত জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধিতে বেকায়দায় পড়েছে সাধারণ মানুষ। ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারের লাফিয়ে বাড়ছে তেলের দাম। তারমধ্যে জিনিসপত্রের লাগামছাড়া দামে নাজেহাল সাধারণ মানুষ।

এবিষয়ে নর্থ বেঙ্গল পেট্রোলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের জোনাল চেয়ারম্যান মালদা শাখার অমিত কুমার পাল জানিয়েছেন, আমরা শুনতে পাচ্ছি তেলের দাম আবার বাড়বে। যদি এই মুহূর্তে তেলের দাম আবার বাড়ে, তাহলে আমাদের প্রচন্ড সমস্যায় পড়তে হবে। বর্তমানে যা তেলের দাম, সেক্ষেত্রে গাড়ির সংখ্যা ৪০ শতাংশে চলে এসেছে। যদি তেলের দাম আরও বাড়ে তাহলে আরো সমস্যা দেখা দিবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকার নজর দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন ওই সংগঠন।

ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, বর্তমানে ডিজেল হচ্ছে ৮৯ টাকা ৫৫ পয়সা। পেট্রোল ১০৪ টাকা ৪২ পয়সা, এক্সট্রা প্রিমিয়াম ১০৯ টাকা ৬৯ পয়সা। ইতিমধ্যে যা শোনা যাচ্ছে, তাতে অনুমান করা হচ্ছে তেলের দাম লিটার প্রতি ৬ থেকে ৭ টাকা বাড়বে। এর ফলে আমাদের অর্থনৈতিক চরম সমস্যায় পরবে। ইতিমধ্যে বিক্রিও অনেক কমে গিয়েছে। এবার যদি দাম বাড়ে, তাহলে বিক্রি একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকবে।

মালদা মার্চের চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু জানিয়েছেন, মূলত যুদ্ধের কারণেই তেলের দাম বাড়ার আশঙ্কা করছি। পাশাপাশি জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। এজন্য সকলকে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আমরা চাই তেলের দাম সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হোক।

ভেষজ আবিরের বাজার ধরতে ব্যস্ততা তুঙ্গে ধন্দুগছে

ফাইল চিত্র

চোপড়া: প্রায় দুই বছর পর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা প্রায় দ্বিগুণ উৎসাহে আবির তৈরির কাজ শুরু করেছেন। উল্লেখ্য, সামনে দোল ও ভোটের বাজারের কথা মাথায় রেখে চোপড়ায় ভেষজ আবির তৈরি করছেন সোনাপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ধন্দুগছ শক্তি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর রিতা দাস, অনিমা মজুমদার প্রমুখরা।

গত দুই বছর সংক্রমণের জেরে দোল উৎসব সেইভাবে পালিত হয়নি। কিন্তু এবারের পরিস্থিতিটা অন্য। সংক্রমণের গ্রাফ কমার পাশাপাশি চলছে পুরভোট। ফলে অন্যান্য বছরের তুলনায় আবিরের চাহিদা একটু হলেও বেড়েছে। আর এই সুযোগে রঙের বাজার ধরতে ভেষজ আবির তৈরি করছেন মহিলারা। তাঁরা জানান, স্থানীয় বাজারে জোগান দিয়ে ভিন জেলাতেও পাড়ি দিচ্ছে এই আবির। নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি এবং কোচবিহার পর্যন্ত পাঠানো হচ্ছে এই ভেষজ আবির। এবার সুফল বাংলা স্টলেও এই ভেষজ আবির রাখা হবে।

ধন্দুগছ শক্তি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তরফ থেকে শ্রীময়ী বিশ্বাস জানান, গাঁদা ফুল, হলুদ, বীট, গোলাপ, পলাশ ও সিদুরি ফল সহ বিভিন্ন উপকরণ মিশিয়ে হালকা রোদে শুকিয়ে প্যাকেটজাত করা হয়। এই প্যাকেটের ওপর উত্তরদিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের লেবেল সাঁটা হচ্ছে। ১০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি ওজনের প্যাকেট তৈরি করা হচ্ছে।

এদিকে উত্তরদিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ ডঃ অঞ্জলি শর্মা বলেন, রাসায়নিক আবির ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা অনেক বেশি। তাই এই ক্ষতিকারক রাসায়নিক আবির থেকে বাঁচতে কিছু পরিচিত ফুল, ফল, পাতা ব্যবহার করে এই ভেষজ আবির তৈরি করা হচ্ছে। এই ভেষজ আবিরের ব্যবহারে একদিকে যেমন পরিবেশ সুরক্ষিত থাকে তেমনি অপরদিকে ত্বক ও চোখেরও ক্ষতির আশঙ্কা থাকেনা।

ডেপুটি মেয়র পদে রঞ্জন সরকার

শিলিগুড়ি: ৪ মার্চ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র ও মেয়র পরিষদের সদস্যরা শপথ নিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পৌরনিগমের কমিশনার সোনম ওয়াংদি ভুটিয়া, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ মেয়র পরিষদ সদস্য রামভজন মাহতো, দুলাল দত্ত, কমল আগরওয়াল, মানিক দে, দিলীপ বর্মণ, শোভা সুব্বা, রাজেশ প্রসাদ, সিক্তা দে বসু রায় এবং শ্রাবণী দত্তও শপথ নেন। তাদেরকে শপথবাক্য পাঠ করান মেয়র গৌতম দেব। এদিন তাদের বিভাগও বরাদ্দ করে দেওয়া হয়।

শিলিগুড়ি

জানা গিয়েছে, মেয়র গৌতম দেব সাধারণ প্রশাসন, পূর্ত বিভাগ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, হাউজিং, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, অর্থ ও হিসেব এবং অন্যান্য বিভাগ নিজের হাতে রেখেছেন। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার পেয়েছেন বস্তি উন্নয়ন, ন্যাশনাল আরবান লাভলিহুড মিশন, নগর কর্মসংস্থান, পরিবহণ, সংখ্যালঘু কল্যাণ দফতরের দায়িত্ব। মেয়র পরিষদের সদস্য রামভজন মাহাতো সম্পত্তি কর, মূল্যায়ন, বাজার, দুলাল দত্ত জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য, জাতীয় নগর স্বাস্থ্য মিশন, কমল আগরওয়াল বিদ্যুৎ, আইন, আইটি সেল, মানিক দে কনজারভেন্সি, বায়ো-মাইনিং, যানবাহন, দিলীপ বর্মণ হাউজিং ফর অল, ট্রেড লাইসেন্স, ক্রীড়া, এবং শ্রাবণী দত্তকে শিশু কল্যাণ বিভাগ, মিড-ডে মিল, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মেয়র গৌতম দেব জানান, "সংযোজিত ওয়ার্ডগুলিতে প্রাধান্য দেওয়া হবে। বিভাগ বন্টন করা হয়েছে। বিধানসভার তুলনায় পৌর নির্বাচনে আমরা সংযোজিত ওয়ার্ডগুলিতে দারুণ ফল করেছি। তবে গোটা শহরেরেই পরিষেবা উন্নত করা হবে"।

বন্ধ হচ্ছে কোভিড হাসপাতাল

জলপাইগুড়ি: করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই জলপাইগুড়ির বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনএর কোভিড হাসপাতাল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল। প্রায় দুই বছর পর বন্ধ করে দেওয়া হল জলপাইগুড়ির একমাত্র কোভিড হাসপাতালটি। কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পুনরায় হাসপাতালটি খুলে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে চালু করা হয়েছিল জলপাইগুড়ি কোভিড হাসপাতালটি।

জলপাইগুড়ি

৭ মার্চ থেকে জলপাইগুড়ি কোভিড হাসপাতালে সব সরঞ্জাম সরিয়ে ফেলার কাজ শুরু করা হয়েছে। হাসপাতাল সুত্রে খবর, সপ্তাহে এক দু'জন করে রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আপাতত কোভিড হাসপাতাল বন্ধ করতে বলা হয়েছে। তাই হাসপাতাল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতাল সুপার ডাঃ গয়ারাম নস্কর জানান, "কোভিড হাসপাতালে দামি অনেক সরঞ্জাম রয়েছে। যাতে করে সরঞ্জাম চুরি না হয় তাই সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে"।

দোলে মাঝের ডাবরিতে ফুল মুনলাইট টি প্লাকিং

আলিপুরদুয়ার: পর্যটক টানতে ডুয়ার্সে এবার ফুল মুনলাইট টি। দোল পূর্ণিমার পর আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি পর্যটকদের হাতে এই উপহার তুলে দেওয়া হবে। বিশেষ ধরনের স্বাদ ও গন্ধে ভরপুর ওই চা যাতে গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়া যায় তার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বাগান কর্তৃপক্ষ। জানাগেছে, পর্যটকরা যাতে দোল পূর্ণিমার রাতে চা পাতা তোলার সেই দৃশ্য দেখতে পান সেই ব্যবস্থাও থাকবে।

মাঝেরডাবরি চা বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর জানিয়েছেন, ফুল মুনলাইট টি বছরে তিনবারই সম্ভব। বুদ্ধ পূর্ণিমা, লক্ষ্মী পূর্ণিমা ও দোল পূর্ণিমা। গত বছর বুদ্ধ পূর্ণিমাতে প্রথম এই ফুল মুনলাইট টি-র উৎপাদন শুরু হয়। তিনি জানান, প্রায় ২০০ কেজি ফুল মুনলাইট টি-র উৎপাদন হয়। এই চায়ের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই এবারের দোল পূর্ণিমায় ৫০০ কেজি চা উৎপাদনের টার্গেট নেওয়া হয়েছে। তাই গত বছরের তুলনায় এবার প্রায় ২৫০জন শ্রমিককে রাতে চা পাতা তোলার কাজে লাগানো হয়েছে। এজন্য প্রায় ৩০হেক্টর বাগান এলাকা থেকে রাতে পাতা তোলা হবে। পরীক্ষামূলক ভাবে গতবছর প্রায় ৬ হেক্টর বাগানের পাতা তুলে চা তৈরি করা হয়েছিল। এই চায়ের গুণমান ভালো হওয়ায় গত বছর এই ফুল মুনলাইট টি ১,০০০টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হয়। তবে এই বছর এই চায়ের দাম ১,৫০০ টাকা হতে পারে।

চিন্ময় বাবু জানান, এবার চায়ের ফার্স্ট ফ্লাশ তারা মুনলাইট টি দিয়ে শুরু করছেন। রাতে যে কোন ফুল, পাতার ঠিকঠাক থাকে। দিনের বেলায় সেই গন্ধ কিছুটা হলেও উড়ে যায়। এই ফুল মুন প্লাকিংয়ের জন্য বাগানের বাছাই করা কিছু এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মশাল জ্বেলে ওই পাতা তোলা হবে। সাধারণ চা পাতা থেকে এই চা পাতা তৈরির খরচ অনেকটাই বেশি। তিনি আরও জানান, পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে ভবিষ্যতে নিয়মিত ভাবে বছরে তিনবার ফুল মুনলাইট টি প্লাকিং শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

চাষিদের উৎসাহদানের লক্ষ্যে কোচবিহারে দেশের প্রথম আলু উৎসব

কোচবিহার: দেশের প্রথম আলু উৎসব হতে চলেছে কোচবিহারে। ১২ ও ১৩ মার্চ কোচবিহারের এমজেএন স্টেডিয়ামে দুইদিন ব্যাপী এই আলু উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। জেলাশাসক পবন কাদিয়ান জানান, রাজ্যে এই প্রথম এই ধরনের উৎসব হচ্ছে। কৃষি ভিত্তিক শিল্পে চাষিদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই এই উৎসব। জেলা সহ কৃষি অধিকর্তা রজত চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই উৎসবের মাধ্যমে একদিকে যেমন কোচবিহারের নিজস্ব দেশি গোল ও বাদামি আলু গোটা রাজ্যের বাজারে পরিচিতি পাবে তেমনি অপরদিকে স্থানীয় কৃষকরা নতুন বাজার পাওয়ায় লাভবান হবেন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বেসরকারি উদ্যোগে এই আলু উৎসব হলেও, এতে জেলা প্রশাসন ও কৃষি দপ্তরের সহযোগিতা রয়েছে। উৎসবের সূচনা হবে ১২ মার্চ। সেদিন একটি শোভাযাত্রা প্রথমে শহর পরিক্রমা করবে। তারপর কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার প্রায় ১৫০জন চাষিকে নিয়ে নানা প্রজাতির আলুর প্রদর্শনী হবে। এছাড়াও থাকবে আলু চাষ ও আলু শিল্প সম্পর্কিত আলোচনা এবং আলুর বিভিন্ন রান্না করা পদ নিয়ে প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ১০০ জন এই উৎসবে যোগ দেবেন। এছাড়াও নেপাল, দার্জিলিং, পাঞ্জাব, কলকাতা সহ স্থানীয় শেফরা সামনেই আলুর মুখরোচক পদ রান্না করবেন। যা খুব অল্প দামে টেস্ট করতে পারবেন উৎসবে আসা লোকজন।

১৩ মার্চ থাকবে আলোচনা, পুরস্কার বিতরণী ও প্রদর্শনী। সব মিলিয়ে দুই দিনের এই উৎসবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ১৮ থেকে ২০ প্রজাতির আলুর প্রদর্শনী করা হবে। অনুষ্ঠানে রাজ্য কৃষি দপ্তরের ডিরেক্টর এবং কলকাতার কয়েকজন শিল্পপতিও উপস্থিত থাকবেন।

সম্পাদকীয়

পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি

অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে তেল বিপণন সংস্থাগুলি ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। এই কারণেই আগামী দিনে পেট্রোল-ডিজেলের দাম ব্যাপকভাবে বাড়তে পারে। রাশিয়ার কাছ থেকে আর কোন ধরনের তেল বা গ্যাস আমদানি করা হবে না বলে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।এছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়নের একাধিক দেশও একই ঘোষণা জারি করেছে। বিশ্বে সবথেকে বড় তেলের যোগানকারী দেশ হল রাশিয়া। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের বাজারে তেলের যে মূল্যবৃদ্ধি হতে চলেছে তা ধরেই নেওয়া যায়। মোট কথা জ্বালানির দাম ফের শিখরে উঠতে চলেছে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পেট্রোল-ডিজেলের দাম প্রায় দুশো টাকার কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা।

গত সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ আমেরিকান ডলার ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ভারত একটি পেট্রোপণ্য আমদানিকারক দেশ। গত বছরের নভেম্বর থেকে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়েনি। কিন্তু সে তুলনায় গত দু'মাসে অপরিশোধিত তেলের দামের ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। মনে করা হচ্ছে যে, পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন মিটলেই পেট্রল-ডিজেলে একটি বড় রকমের মূল্য বৃদ্ধি দেখা দেবে। জ্বালানির দাম গড়ে ১৫ থেকে ৮ টাকা প্রতি লিটারে বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, আর তা নিয়েই বর্তমানে গোটা দেশে বাড়ছে উদ্বেগ। পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে এতে প্রভাব পরবে অন্য সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির মুল্যের ওপরও।

এর পরেও বেশ কিছু বৃহত্তর প্রভাব থেকে যাচ্ছে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের দাম অবশ্যম্ভাবী ভাবে বাড়বে, বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাগুলির প্রয়োজনীয় জ্বালানির খরচ বাড়বে। রাশিয়া ভারতকে ২৫% কম মূল্যে তেল বিক্রি করার প্রস্তাব দিলেও এতে রয়েছে আমেরিকার CAATSA স্যাংসনের ভয়। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আগামীদিনে ভারত সরকার কি সিদ্ধান্ত নেয় সেদিকে নজর রয়েছে সবার।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার ও দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

ঝড় খোলা জামা

– অঞ্জন দাস

তোমার ধাগায় খোল বেঁধেছি কৃষ্ণগোকূল

মোম দরজায় আটকে আছি শুকনো শেকড়।

কোকিল ডাকের ফোর নোট্রামের কল পেরুলে

কেরোসিনের লম্ফ কাঁদে তেলের চা।

হাঁকর দেকি কোন গ্রহেরা পালিয়ে গেছে

তিনার ধাগায় খোল বেঁধোনা কৃষ্ণগোকূল।

বাজবে কি আার খিদের আঙুল ক্রুদ্ধ হলে

ছাদ হারালেই মহাভারত আম্র মুকুল।

প্রবন্ধ

বাইরের বিকেল

....সুমন বিশ্বশর্মা

সকাল থেকে এমনিতেই মুড অফ ছিল। কাল সরস্বতী পুজো, অথচ বৃষ্টির সদয় দৃষ্টির কারণে কোনো কাজই গুছিয়ে আনা হয়নি। কালকের দিনটা নিয়ে সেই ছোট থেকেই উৎসাহিত থাকি, আর এবারেও তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু কথায় আছে 'কপালের নাম গোপাল'।

যাইহোক, বিকেলের দিকে যা থাকে কপালে বলে বেরিয়ে পরি। মা-কাকি দের বাজারে পাঠিয়ে, ভাই-আমি ভেনাস মোরের দিকে যাই মায়ের মূর্তির খোঁজে। বৃষ্টিতে ঠান্ডার ঠেলা উপভোগ করতে করতে শিলিগুড়ি হাসপাতালের রোডে এসে দাঁড়াই। দেখি, তখনও থাকি থাকি মূর্তি সাজানো রয়েছে রাস্তার পাশে।

দেখে কিছুটা অবাকই হয়েছিলাম, এতক্ষণে মূর্তির সংখ্যা অনেকটাই কমে আসার কথা। পছন্দসই মূর্তি বোধহয় পাবনা এই ভাবনা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। তো কিছুটা আনন্দ নিয়েই অস্থায়ী দোকান গুলোর দিকে এগিয়ে যাই। যখন চাহিদার বাইরে কোনো কিছু পাওয়া যায়, মানুষের মন তখন আরও অধিক চায়। আমাদের ব্যবহারও অনেকটা ওমন হয়ে ওঠে, আমরা ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না কোন মূর্তিটা নেব।

এমনই এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ভাই দোনামনা করছিল। হঠাৎ দোকানের লোকটি ভাইয়ের উপর তেরে আসে এবং গজগজ করতে থাকে। তখন আমার একটা কল আসায় আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। চেঁচামেচি শুনে কলটি কেটে দোকানের সামনে এসে দাঁড়াই। লোকটি তখনও গজগজ করছিল। আমি কিছুটা দৃঢ়তার সাথে লোকটিকে থামিয়ে ভাইকে জিজ্ঞেস করি কি হয়েছে। ভাই বলে, 'আমি দুটো মূর্তির মধ্যে ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না কোনটা নেব', তারপর সামনে একটি মূর্তি দেখিয়ে বলে, 'যখন উনি ভেতরের মূর্তিটা বেধে তুলেছিল তখন আমি এই মূর্তিটা নেব বলি, আর তা শুনেই উনি তেড়ে আসেন'।

শুনে আমার একটু রাগই হয়,লোকটিকে একবার দেখে খানিকটা ছিটগ্রস্ত বলে মনে হয়নি এমনও নয়। আমি তখন তাকে একটু কড়া করেই কথা শোনাই। তাতে লোকটি আমর চড়াও হয়, এতে আমার চোয়াল শক্ত হয়ে আসে। আমিও প্রতিত্তোরে, আচ্ছা করে লোকটির উপর চড়াও হবার উদ্দ্যোগ নিতে যাব এমন সময়, পেছন থেকে একটি ছেলে আমার হাত আটকে ধরে। ছেলেটি আমায় ধাতস্ত করে, পাশে ওর দোকানের সামনে নিয়ে আসে। আমি সাথে ভাইকেও সরিয়ে নেই। ছেলেটির নাম চিনু, আর ওই লোকটি ওর পিসে হয়।

চিনু জানায়, কাল তারা ধূপগুড়ি এসেছে, গতকাল কিছুটা বিক্রি হলেও আজ সকাল থেকে বৃষ্টির কারণে মূর্তি তেমন একটা বিক্রি হয় নি। তাঁরা যে টাকা দিয়ে মূর্তি কিনে এনেছিল সেই টাকাই নাকি এখনও উঠে আসেনি। কাল সকালের আগে যদি মূর্তিগুলো না বিক্রি হয় তাহলে, তাদের মূর্তিগুলি এখনই ফেলে যেতে হবে। কারণ এগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভাড়া পোশাবে না। আর বাজারের যা অবস্থা তাতে লাভ তো দূরে থাক, এখন তাদের টাকাই ডুবতে বসেছে।

এমনিতেই লকডাউনে সবার অবস্থা তথইবচ। তাই পুজোর আগে কিছুটা টাকা ধার করে ওরা, সবার সাথে ভিড়ে মূর্তি বেঁচতে শিলিগুড়িতে এসেছে। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত বৃষ্টির কারণে সবার মাথায় হাত পড়ছে। এই অবস্থায় বাড়ি ফিরে কি মুখ দেখাবে তা ভেবে পাচ্ছে না। এই অবস্থায় ভাই এসে এভাবে দোকানের সামনে এটা ওটা করতে থাকায়, তিনি মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। এই কারণে সে অনেকবার ক্ষমা চায় আমার কাছে। আমি প্রত্যুত্তরে কি বলব, বা মিথ্যে সান্ত্বনা দেব কি না বুঝে উঠতে পারিনি।

তারপর আর সেখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াইনি বা বলা ভাল দাঁড়ায় থাকতে পারিনি। ছেলেটিকে ডেকে সেই বাধা মূর্তিটাই তুলে দিতে বলি, আর তার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দিয়ে রওনা দেই। নাহ এইবার আর দড়দাম করতে পারিনি। যাওয়ার সময় দেখেছিলাম, সেইগ্রস্ত লোকটি কেমন শান্তভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে।

বাড়ি ফেরার সময় একটা ভাবনা ঘুরেফিরে মাথায় আসছিল। সব বৃষ্টি সবার জন্য সুখকর হয়না, চোখের জল যখন রাস্তার বৃষ্টির জলে গিয়ে মেশে তখন তাদের আর কোনো আলাদা পরিচয় থাকেনা।

***

গল্প

আগামীর জন্য

....সায়ন্তনী দাস ধর

"তারপর ঠাম্মি, রাজকুমারের কি হল?" অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করে তোতোন।

"তারপর সোনার কাঠি আর রুপোর কাঠি ..." বাংলার রূপকথার জগতের ঝুলি খুলে উজাড় করে দেন মৃণালিনী তাঁর একমাত্র নাতি তোতোনের কাছে।

"তোতোন, তোতোন, কোথায় তুমি?" মায়ের ডাকে তোতোন একটু কুঁকড়ে যায়।

"কি হল, তোমাকে ডাকছি, সাড়া দিচ্ছ না কেন? ওহো, আবার সেই অবাস্তব গল্পগুলো শুনছ? এর চেয়ে রাইমস্ গুলো তো মুখস্থ করতে পারতে, কাজে দিত! শুধু শুধু বোকা বোকা গল্পগুলো শুনে অমূল্য সময় নষ্ট করছ! আর মা, তোমাকে কতবার বলেছি , এসব বাংলা রূপকথার গল্পটল্প তোতোনকে শোনাবে না। ইংরেজি গল্প হলে তাও ঠিক ছিল। ও এসব বাজে গল্প শুনে কল্পনার জগতে বাস করতে শুরু করেছে!" বিরক্ত হয়ে বলে কেতকী।

"আমার তো খুব ভাললাগে মা... রাজকুমার, রাজকুমারী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী, রাক্ষসের গল্প শুনতে। ইংরেজি গল্পগুলো এত ভালই লাগে না।" তোতোন তাড়াতাড়ি বলে ওঠে।

"তুমি চুপ কর। মা, প্লিজ, বাংলা গল্প, কবিতা না শুনিয়ে পারো তো একটু ইংরেজি গল্প, কবিতা শুনিও তোতোনকে।" কেতকীর কথায় কিছু না বলে চুপ করে থাকেন মৃণালিনী।

দুপদাপ পা ফেলে চলে যায় কেতকী।

"বাগানে বসে চুপিচুপি তুমি আমাকে বাংলা কবিতা, গল্প শোনাবে ঠাম্মি। মা তাহলে জানতেই পারবে না!" তোতোনের মুখে ষড়যন্ত্রের আভাষ।

"আচ্ছা, ঠাম্মি, তুমি তো আমাকে শিখিয়েছ, বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। আর মাতৃভাষা মায়ের দুধের মত। তাহলে কেন মা, বাবা বাংলা সাহিত্য পছন্দ করে না?"

"তোমাকে স্বাধীনতার গল্প শুনিয়েছি না? ইংরেজরা এসে আমাদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে, মাতৃভাষা নয়, বিদেশী ভাষারই কদর বেশি। তাই তো বাংলায় ভাল করে কথা না বলতে পারলেই আজকাল মানুষের গর্ব হয়। ইংরেজিতে কথা বলতে পারাটাই দস্তুর। চল তোতোন সোনা, বাগানে যাই।"

"এই শোন না, তোমার মায়ের রকমসকম আমার একদম ভাললাগছে না।" কেতকীর কথায় অফিসের ফাইল থেকে মুখ তোলে সুবর্ণ।

"আবার কি হল? তোমাদের শাশুড়ি বউমার যাঁতাকলে পেষাই হতে আর ভাললাগে না আমার।"

"উঃ! সবসময় পাশ কাটিয়ে যাওয়ার তাল তোমার! ছেলেটার কথা তো ভাববে, নাকি?"

কেতকীর কথায় এবার একটু সচেতন হয় সুবর্ণ, "কেন? তোতোনের কি হয়েছে?"

"তোমার মা যত রাজ্যের বাংলা কবিতা, রূপকথা ওকে শোনায়। সেদিন তোতোনের ক্লাস টিচার আমাকে নালিশ করলেন, তোতোন পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে উঠছে। মায়ের ঐ সব গল্প শুনেই এমনটা হয়েছে।" রাগ দেখায় কেতকী।

"আচ্ছা, আমি মায়ের সঙ্গে কথা বলব। শোন, সামনে তো ভাষা দিবস আসছে। আমরা বন্ধুরা ঠিক করেছি ঐ দিন ছুটি নিয়ে শান্তিনিকেতনে যাব। বাচ্চাদের বাড়িতে রেখেই যাব, শুধু বউদের নিয়ে। ভাষা দিবস, তাই কোন বিলিতি নয়, কেবল দেশি সুরা, আর ওখানে পৌঁছে মাতব বাঁধনহারা স্বাধীনতায়। ভাষা দিবসের সফল উদযাপন, কি বল?" চোখ টিপে বলে সুবর্ণ।

"উফ্, স্বাধীনতা মানে তো বউ পাল্টাপাল্টি!" ছদ্মকোপে বলে কেতকী।

"কেন বর পাল্টাপাল্টি করে তোমরা মজা লোটো না?" কেতকীকে এক হ্যাঁচকায় নিজের বুকের উপর ফেলে বলে সুবর্ণ।

নির্দিষ্ট দিনে সুবর্ণ ও কেতকী মৃণালিনীকে তোতোনের দায়িত্ব দিয়ে সবান্ধবে চলে গেল শান্তিনিকেতনে। জানলার পাশে চুপ করে বসেছিল তোতোন।

"তোতোন সোনা, কোথায় তুমি? এই দেখ, তুমি এখানে? আর আমি সারা বাড়ি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি! কি হয়েছে? মনখারাপ?" তোতোনের মাথায় হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করেন মৃণালিনী।

আহা বেচারি শিশু! মা বাবা কেমন করে ছোট্ট সন্তানকে ফেলে বেড়াতে চলে যায়! এই কি আধুনিকতা? বাচ্চাকে স্বনির্ভর করার পদ্ধতি? এতে কি মা বাবার সাথে সন্তানের দূরত্ব সৃষ্টি হবে না? সুবর্ণের ছোটবেলায় তো এমন করে তাকে ফেলে রেখে বেড়াতে যাবার কথা মৃণালিনী কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি! হয়তো তাঁরই ভাবনার ভুল, পুরোনো দিনের মানুষ তিনি! ভাবনাচিন্তাও পুরোনো, অচল! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন মৃণালিনী।

তিনি তোতোনকে কোলের কাছে টেনে বলেন, "তোতোন সোনার সব প্রিয় খাবার বানাব আজ। বল তো, কি কি খাবে? আর একটা কথা শুনবে? আমি তোমার জন্য অনেকগুলো বাংলা গল্পের বই কিনে রেখেছি। তুমি প্রাণ ভরে পড়বে। আর আমার কাছে অনেক গল্প শুনবে। কবিতাও বলব।"

"তাই ঠাম্মা? কি মজা!" হাততালি দিয়ে ওঠে তোতোন।

দুটো দিনই না হয় পেলেন মৃণালিনী! প্রাণ ভরে, নির্ভয়ে আগামী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবেন নিজেদের সংস্কৃতি। এরাই তো দেশের ভবিষ্যত। বিদেশী ভাষার অর্চনা নিশ্চয়ই করবে, কিন্তু আপন ভাষাকে অবহেলা করলে যে নিজের ভিত্তিটাই দুর্বল হয়ে যাবে। তাই তো শত বাধা সত্ত্বেও মৃণালিনী অন্ততঃ একজন আগামী প্রজন্মকে শিখিয়ে চলেছেন নিজের সংস্কৃতির ধারক বাহক হতে।

***

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে ২০১টি নতুন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র

কোচবিহার: সরকারি গাইডলাইন অনুসারে প্রতি ৫ হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি করে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকা দরকার। প্রত্যন্ত এলাকার ক্ষেত্রে এই সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৩ হাজারে। বর্তমানে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র পিছু গড় জনসংখ্যা ৮ হাজারের মত। তবে ৬-১৪ হাজার জনসংখ্যা নিয়ে কাজ করছে এমন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যাই বেশি। নতুন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি হলে এই চাপ অনেকটাই কমবে। এই কথা মাথায় রেখেই আগামী অর্থবর্ষে উত্তরবঙ্গে আরও ২০১টি নতুন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার।

বলাবাহুল্য চলতি অর্থবর্ষের জন্য উত্তরের আট জেলা মিলিয়ে ২২০টি নতুন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরির অনুমোদন আগেই দিয়েছিল রাজ্য সরকার। এর ফলে দুই অর্থবর্ষ মিলিয়ে ৪০০-র বেশি নতুন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র পেতে চলেছে উত্তরবঙ্গ। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ অজয় চক্রবর্তী জানান, জমি চিহ্নিতকরণের পর কাজ শুরু হয়ে যাবে।

এই মুহূর্তে রাজ্য জুড়ে ১০,৩৫৭টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। রাজ্যের সবকটি জেলা মিলিয়ে আগামী পাঁচ বছরে ৪,৪৬১টি নতুন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি হবে। এরমধ্যে ২০২১-২২ অর্থবর্ষের জন্য ১২০৩টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরির তালিকা আগেই তৈরি করা হয়েছিল। এবার ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের জন্য আরও এক হাজার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত এলাকা হিসেবে পরিচিত ডুয়ার্সের চা বলয়ে ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষে কুমারগ্রাম, কালচিনি, আলিপুরদুয়ার-১ও২, মাদারিহাট, মালবাজার প্রভৃতি ব্লকে এবারও বেশ কিছু নতুন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র সরকারি তালিকায় রয়েছে।

ইন্টারনেট বন্ধ রাখা নিয়ে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ

কলকাতা: মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা যাবে না। ইন্টারনেট বন্ধের জন্য রাজ্য সরকারের নির্দেশিকার উপরে স্থগিতাদেশ জারি করে এ দিন জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ।

গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছে ২০২২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা। মাধ্যমিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সম্ভাবনা রুখতে সাতটি জেলায় পরীক্ষা চলাকালীন ইন্টারনেট বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় প্রশাসন। বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ইন্টারনেট বন্ধ ছিল রাজ্যের ৭টি জেলায়। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হয় জনস্বার্থ মামলা। আবেদনকারীর অভিযোগ ছিল, ইন্টারনেট এখন একটি জরুরি পরিষেবা। ট্যাক্সি বুক করা থেকে টাকা লেনদেন করতে ইন্টারনেট আবশ্যিক। এই পরিস্থিতিতে কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়া কী ভাবে একের পর এক জেলায় ইন্টারনেট বন্ধ রাখতে পারে রাজ্য সরকার? শুধু ইন্টারনেট বন্ধ না রেখে পরীক্ষায় নকল, টুকলি আটকাতে রাজ্য সরকারকে সবরকম পদক্ষেপ করারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

রাজ্য জুড়ে শুরু হল মাধ্যমিক পরীক্ষা

শিলিগুড়ি: কোভিড আবহে এবছরই প্রথমবার অফলাইনে হতে চলেছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। সেক্ষেত্রে প্রস্তুতিও রয়েছে জোরদার। ৭ মার্চ থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত চলবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। রাজের প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রের স্যানিটাইজেশনের বন্দোবস্ত ছাড়াও রাখা হয়েছে থার্মাল গানের বন্দোবস্ত। পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আগে ভাগেই প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্র স্যানিটাইজ করা হয়েছে।

শিলিগুড়িতে মোট ৭৬টি স্কুল রয়েছে। মাদ্রাসা রয়েছে ৪টি। মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা ১৫ হাজার ১৩৮। মোট সেন্টার সংখ্যা ১০টি, ভেনু সংখ্যা ৫১টি। সূত্রের খবর, নির্বিঘ্নে পরীক্ষা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অন্যান্য বছরের মতোন এবছরও জারি থাকে একাধিক নিষেধাজ্ঞা। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনে নিরাপত্তার চাদরে মুরে ফেলা হয় প্রত্যেকটি পরীক্ষা কেন্দ্র। পাশাপাশি পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য রাস্তার দু ধরে ব্যারিকেট করে পথ আটকে দেয় পুলিশ কর্মীরা। অন্যদিকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে গোলাপ ফুল ও পেন পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেন পুলিশ কমিশনার গৌরভ শর্মা। এছাড়া শিলিগুড়ির শিব মন্দির হাই স্কুলে নিরাপত্তা ব্যাবস্থা খতিয়ে দেখতে যান শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার।

কোচবিহারেও দেখা যায় একই রকম চিত্র। কোচবিহার জেলায় এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্র সংখ্যার থেকে ছাত্রী সংখ্যা বেশি। জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০,১৮৭ জন, এর মধ্যে ১৭,৭২৯ জন ছেলে এবং ২১,৯৬৫ জন মেয়ে।

প্রথমদিন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্র ছাত্রীদের পাশাপাশি অভিভাবক দের উৎসাহ ছিল সর্বোচ্চ। প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রেই মোতায়েন ছিল পুলিশ বাহিনী। এছাড়াও সিসি ক্যামেরার মাধ্যমেও চলছে নজরদারির পাশাপাশি পরীক্ষা চলাকালীন কিছু কিছু জায়গায় পুরোপরিভাবে ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ রাখা হয়েছে।

শিলিগুড়িতে পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে পুলিশ

মিরিকে পরিক্ষার্থীদের জলের বোতল দিচ্ছে পুলিশ

ন্যাটো'তে যুক্ত হবে না ইউক্রেন, শীঘ্রই শেষ হতে পারে যুদ্ধ

ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কি

কিয়েভ: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অন্যতম কারণ হল ইউক্রেনের নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন বা ন্যাটোতে অনর্ভুক্ত হতে চাওয়া। ন্যাটো হলো এমন একটি যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি, যে চুক্তির আওতায় জোটভুক্ত দেশগুলো পারস্পরিক সামরিক সহযোগিতা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ইউরোপের ১০টি দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা, এই ১২ টি দেশ মিলে এই আন্তঃসরকার সামরিক সহযোগিতা জোট, ন্যাটো গঠন করে। ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাকালীন ১২ টি দেশ হলো যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা, নরওয়ে, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল, আইসল্যান্ড এবং লুক্সেমবার্গ। তবে বর্তমানে ন্যাটো জোটভুক্ত মোট দেশ ৩০ টি।

যুদ্ধ চলাকালীন একাধিকবার ন্যাটোর কাছে বিভিন্ন দাবি করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তবে বফু আবেদনের পরও ন্যাটোর কাছে সেরকম সরাসরি সামরিক সাহায্য পায় নি ইউক্রেন। কারণ সেটা করলে ন্যাটো সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ত। ভলোদিমির জেলেনস্কির ইউক্রেনকে 'নো ফ্লাই জোন' ঘোষণা করার দাবিও ন্যাটো মানেনি। আর এর পরই জেলেনস্কি বড় ঘোষণা তিনি আর ইউক্রেনের ন্যাটো সদস্যপদ পাওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন না। জেলেনস্কি এদিন বলেন, 'ইউক্রেনকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় ন্যাটো। রাশিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি হতে চায় না তারা। তাছাড়া আরও একাধিক বিতর্কিত বিষয়ে এই জোট ভীত। এর জেরে তারা এই সংঘর্ষের আবহে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করছে না।'

তাই মনে করা হচ্ছে, ইউক্রেনের এই ঘোষণায় আক্রমণ থামাতে পারে রাশিয়া। যদিও রাশিয়ার এরসঙ্গে আরও কিছু দাবি রয়েছে ইউক্রেনের কাছে। সেগুলিও ওপর দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, রাশিয়ার সাথে ইউক্রেনের সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই ন্যাটোর কাছে ইউক্রেন আবেদন জানায়। তবে ন্যাটোর সদস্য দেশগুলি ইউক্রেনকে অস্ত্র দিয়ে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাহায্য করার বার্তা দিয়েছিল। পোল্যান্ড ইউক্রেনকে যুদ্ধবিমান সরবরাহ করার বার্তা দিয়েছিল। তবে রাশিয়ার 'হুঁশিয়ারির' পর ন্যাটোভুক্ত এই দেশ পিছু হটে। এই সবের মধ্যে ইউক্রেন নিজের প্রতিরক্ষার জন্য নিজের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে পরেছে।

রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধে উত্তরের চা শিল্পে কালো মেঘ

নাগরাকাটা: রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধের প্রভাব থেকে দূরে রইলনা উত্তরবঙ্গের চা শিল্প। এই যুদ্ধের সুদূর প্রসারী প্রভাবে উত্তরের চায়ের রপ্তানি মার খাওয়ার আশঙ্কায় প্রমাদ গুনছে চা মহল। কারণ রাশিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী দেশ তথা ইউক্রেন, কাজাখস্তান সহ অন্যান্য কমনওয়েলথ ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেটস-এ ভারত চা রপ্তানি করে। তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার সমস্ত দেশ মিলিয়ে ফি বছর ২১-২৪ শতাংশ দেশীয় চায়ের মোট রপ্তানি হয়। যার একটা বড় অংশ হল উত্তরবঙ্গের বড় চা বাগান ও বটলিফ ফ্যাক্টারিগুলির উৎপাদিত সিটিসি চা। বলাবাহুল্য, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়েছে চায়ের নয়া মরশুম। ফার্স্ট ফ্লাশের প্রিমিয়াম কোয়ালিটির চা রাশিয়া সহ তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে যখন যাওয়া শুরু হবে ঠিক তখনই বেজে উঠেছে যুদ্ধের দামামা।

টি বোর্ডের তথ্য অনুসারে ২০১৯ সালে ৪৫.৮৩ মিলিয়ন কিলোগ্রাম চা রাশিয়ায় রপ্তানি হয়। যা সেই বছরের হিসাবের নিরিখে মোট রপ্তানির ১৮.১৭ শতাংশ। ২০২০ সালে শুধু মাত্র রাশিয়াতেই যায় ৩৭.৫৫ মিলিয়ন কিলোগ্রাম চা। রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহ সহ ২০২০ সালে মোট চায়ের রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় ২০৯.৭২ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। যা মোট রপ্তানির ১৭.৯০শতাংশ। ২০২১ সালে জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ৩০.৮৯ মিলিয়ন কিলোগ্রাম চা রাশিয়ায় যায়। সর্বশেষ বছরের ১১ মাসে হওয়ায় মোট রপ্তানির ১৭৫.৩৯ কিলোগ্রামের মধ্যে শুধুমাত্র রাশিয়াতেই রপ্তানি হয় ১৭.৬১ শতাংশ চা।

টি বোর্ড সূত্রের খবর রাশিয়া এবং তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলি অর্থডক্স চা কেনেনা। তাদের পছন্দ সস্তার সিটিসি। যার রপ্তানি মূল্য কিলোপ্রতি ১৮০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে। আর এই ধরণের চা মূলত তৈরি হয় উত্তরবঙ্গ, অসম ও দক্ষিণভারতে। বলাবাহুল্য, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং (সমতল), আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার বটলিফ ফ্যাক্টরি সহ শেড বা বড় বাগানগুলিতে উৎপাদিত সিটিসি চা রাশিয়ায় যায়। শিলিগুড়ি ও কলকাতার নিলামে অংশ নেওয়ায় ক্রেতাদের মাধ্যমে টিসটিয়ান, টসের মত একাধিক রাশিয়ান কোম্পানি এই সিটিসি চা কেনে। এই ডামাডোল পরিস্থিতিতে তারা চা কিনবে কিনা তা নিয়ে ঘোর দুশ্চিন্তায় উত্তরের চা মহল।

কর্মসংস্থান ও কৃষকদের স্বার্থে হিমঘর তৈরি করতে চান শ্যামলী

কোচবিহার: আর পাঁচজনের মতোই সামান্য সে। পেশায় শিক্ষিকা হলেও শিল্পপতি হওয়ার স্বপ্ন তাঁর বরাবরের। কিন্তু এরজন্য তিনি কোন বড় শহর নয় বরং প্রত্যন্ত এলাকা থেকেই তাঁর স্বপ্নকে সফল করে তুলতে চান। তুফানগঞ্জের বাসিন্দা শ্যামলী ব্যাপারী মূলত কৃষকদের কথা মাথায় রেখেই এখানে একটি হিমঘর তৈরি করতে চান। হঠাৎ করেই যে তাঁর ব্যবসার শখ হয়েছে এমনটা নয়। ছোটবেলা থেকেই তিনি ব্যবসায়িক পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছেন। শুধু তাই নয় বর্তমানেও তিনি শিক্ষকতার সাথে দক্ষতার সঙ্গে পারিবারিক পেট্রোল পাম্পের ব্যবসাও সামলান। কোচবিহার জেলা শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার তাপস রায় বলেন, কোচবিহারে মহিলা উদ্যোগী নেই বললেই চলে। তাই শ্যামলীর মত মহিলারা এগিয়ে এলে তা কোচবিহারের শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করবে।

কোচবিহারের তুফানগঞ্জ মহকুমার ভেলাকোপায় জন্ম শ্যামলীর। ১৯৮৯ সালে মারুগঞ্জ হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশের পর ১৯৯১ সালে সুনীতি অ্যাকাডেমি থেকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে আলিপুরদুয়ার কলেজ থেকে বিএসসি-তে স্নাতক হন তিনি। এরপর ২০০২ সালে নাককাটি জুনিয়র বেসিক স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষিকা হিসেবে যোগদেন এবং বর্তমানে তিনি এখানেই কর্মরত। স্বামী তুফানগঞ্জের ব্যবসায়ী। উল্লেখ্য, ভেলাকোপা এলাকায় থাকা একটি পেট্রোল পাম্প তিনি নিজে সামলাচ্ছেন। এবারে তাঁর ইচ্ছে চাষিদের জন্য একটি হিমঘর তৈরি করা। তাঁর এই স্বপ্নকে সফল করতে আরও সাতজন তাঁর সঙ্গ দিয়েছেন।

হিমঘরের জন্য তিনি মাথাভাঙ্গা ও জামালদহের মাঝে ভোগরামগুড়িতে জমি নিয়েছেন। সবমিলিয়ে ১২কোটি টাকার এই হিমঘরে সাড়ে তিনলক্ষ প্যাকেট আলু রাখা যাবে। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে হিমঘরটি চালু হয়ে যাবে। শ্যামলী জানান, ছোট থেকেই ব্যবসায়িক পরিবেশে বড় হয়েছি। তাই পড়াশোনা শেষ করে চাকরি পেলেও নিজে আলাদা কিছু করতে

শ্যামলী ব্যাপারী

মন চাইত। ভেলাকোপা এলাকায় বাবার জমিতেই কয়েকজন মিলে হিমঘর খোলার চেষ্টা করছি। এছাড়াও আগামীতে আরও অনেক কিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বলেন, আমি এমন কিছু করতে চাই যাতে করে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।

আন্তর্জাতিক স্তরে প্রদর্শিত ‘পাঠশালা’, সম্মানিত শৌভিক

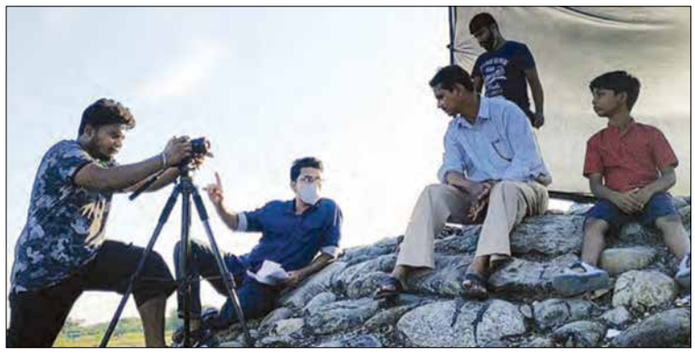

জলপাইগুড়ি: স্কুলের পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে একজন ভালো মানুষ হতে গেলে সামাজিক শিক্ষাটাও খুব জরুরী। পড়ুয়ারা কীভাবে পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক ক্ষেত্র গুলো থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে তারই ওপর একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের সিনেমা তৈরি করেছেন জলপাইগুড়ির যুবক শৌভিক পন্ডিত। সিনেমাটির নাম পাঠশালা। ইতিমধ্যে ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসব সহ ১৪টি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়েছে শৌভিকের এই সিনেমাটি। বলাবাহুল্য, দেশের দুটি চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবিটি পুরস্কৃত হয়েছে। ত্রিপুরার রং মুকুট চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠশালা ছবিতে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান সঞ্জয় কুমার ঘোষ। আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবিটির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পান শৌভিক পন্ডিত।

এই পাঠশালা হচ্ছে এক বাবা ও তার ছেলের গল্প। প্রায় ২০ মিনিটের এই ছবিতে বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন জলপাইগুড়ির নাট্য ব্যক্তিত্ব সঞ্জয় কুমার ঘোষ এবং ছেলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাজদীপ দে চৌধুরি। ছবিতে একটি মাত্র গান রয়েছে। গেয়েছেন রাজেশ সরকার। পাঠশালা সম্পর্কে শৌভিকের বক্তব্য, একটি ছোট ছেলের মনে জীবনের ধর্ম, মানবতা, নৈতিক মূল্যবোধ সহ কিছু জটিল বিষয় নিয়ে প্রশ্ন জাগে। ছেলেটির বাবা খুব সহজ উপায় তার এই জটিল প্রশ্ন গুলোর উত্তর দেন। যা থেকে ছেলেটি ধীরে ধীরে প্রথাগত পড়াশোনার বাইরেও জীবন দর্শন, নৈতিকতা ও জীবনের প্রকৃত অর্থ বুঝতে শুরু করে।

জলপাইগুড়ির পাহাড়িপাড়ার ছেলে শৌভিকের ছোট থেকেই সিনেমা তৈরি ও চিত্রনাট্য লেখার প্রতি ঝোঁক ছিল। সেই ইচ্ছাপূরণের লক্ষ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলচ্চিত্র বিদ্যায় স্নাতকোত্তর হন তিনি। ২০১৭ সালে আশুতোষ কলেজে পড়ার সময় তাঁর প্রথম স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি সেলফলেস মুক্তি পায়। এরপর লালরিপু, সপ্তমরিপু এবং শেষাঙ্ক সিনেমা তৈরি করেন তিনি। করোনা পরিস্থিতিতে যখন স্কুল, কলেজ সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে যায় তখন জলপাইগুড়ি থেকে শুরু হয় পাঠশালা তৈরির কাজ। এই ছবিতে সাফল্যের পর উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির ওপর একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের শুটিং শেষ করেছেন তিনি। আগামীতে বেশ কয়েকটি শিক্ষামূলক বিষয়ের ওপর স্বল্প এবং পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সিনেমা তৈরি করার ইচ্ছে আছে তাঁর।

নেটফ্লিক্স দ্বারা সমর্থিত ‘বাফটা ব্রেকথ্রু ইন্ডিয়া’ উদ্যোগ

কলকাতা: ব্রিটিশ একাডেমি অফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্টস (বাফটা) নেটফ্লিক্স দ্বারা সমর্থিত ‘বাফটা ব্রেকথ্রু ইন্ডিয়া’ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করবে এমন ভারতীয় চলচ্চিত্র, গেমস এবং টেলিভিশন শিল্প থেকে দশজন উদীয়মান প্রতিভা উন্মোচন করেছে। এ আর রহমান, অপূর্ব আসরানি, অনুপম খের, রত্না পাঠক শাহ এবং সোনালি বোস সহ শিল্প বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি বিশিষ্ট জুরি দ্বারা এই দশটি নাম নির্বাচন করা হয়েছিল।

বাফটা ব্রেকথ্রু ইন্ডিয়ার ২০২২ সালের বিচারকদের তালিকায় অনেক সেলিব্রিটি রয়েছে এবং এই বছরের প্রোগ্রামে একটি অতিরিক্ত সহযোগিতাও দেখা গেছে। অংশগ্রহণকারীদের সেরা ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সৃজনশীলদের সাথে সংযোগ করার এবং তাদের কাছ থেকে শেখার পাশাপাশি সারা বিশ্বের সহকর্মীদের সাথে তাদের দক্ষতা শেয়ার করার সুযোগ দেওয়া হবে। তারা ওয়ান-টু-ওয়ান মিটিং, গ্লোবাল নেটওয়ার্কিং সুযোগ, ১২ মাসের জন্য বাফটা ইভেন্টে বিনামূল্যে অ্যাক্সেস এবং স্ক্রীনিং এবং সম্পূর্ণ বাফটা ভোটিং সদস্যতা পাবে। ২০১৩ সালে চালু হওয়ার পর থেকে বাফটা ব্রেকথ্রু ১৬০টিরও বেশি ক্রমবর্ধমান প্রতিভাকে সমর্থন করেছে এবং এর লক্ষ্য হল চলচ্চিত্র, গেমস এবং টেলিভিশন সার্কিট জুড়ে একটি সৃজনশীল এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় সহজতর করা।

লার্নিং অ্যান্ড নিউ ট্যালেন্ট বাফটা-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর টিম হান্টার বলেছেন, “আমরা নেটফ্লিক্স-এর কাছে কৃতজ্ঞ- যারা আমাদের নতুন সৃজনশীল প্রতিভাকে অনুপ্রেরণা, সমর্থন এবং উদযাপনের দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করে। আমাদের নতুন দলকে অভিনন্দন এবং বাফটা ব্রেকথ্রু পরিবারে তাদের স্বাগত জানাই।“

বসুন্ধরা ও ধরিত্রী-নান্দনিকের উদ্যোগে পালিত হল আন্তর্জাতিক নারী দিবস

দেবাশীস চক্রবর্তী

কোচবিহার: কোচবিহার-বসুন্ধরা এবং ধরিত্রী-নান্দনিক এর যৌথ উদ্যোগে ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে কোচবিহার সাহিত্য সভায় সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব নারী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের বিশিষ্ট ‘নারীসমাজ’ এবং স্বনির্ভর দলের মহিলারা সহ বিশিষ্ট ডাক্তার পম্পি ভট্টাচার্যী, শিক্ষাবিদ ডক্টর সংযুক্তা সাহা, আইন রক্ষক সোনাম মহেশ্বরী, আইনজীবী মমতা ঘোষ, সি এ ডি সি -র মৎসআধিকারিক সন্দীপ্তা সী , উদ্যোগী অপর্ণা সাহা এবং পুষ্টিবিদ রুপালি দাস প্রমুখ।

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয়ে ক্রমেই মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। উপস্থিত বিশিষ্ট নারীগন তাঁদের বক্তব্যে তুলে ধরেন বর্তমান নারীসমাজের বঞ্চনার নানান দিক এবং তার সঙ্গে সে সব সমাধানের পথের দিশা দেখান। পেশাগত দিক থেকেও সকলেই সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়াবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

উক্ত অনুষ্ঠানে ডঃ পম্পি ভট্টাচার্যী বলেন নারী এবং বয়ঃসন্ধিকালীন সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারে নিজেদেরই সচেতন হতে হবে। শিক্ষাবিদ ডঃ সংযুক্তা সাহা বলেন প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই নারীদের আত্ম -রক্ষা এবং দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। অতঃপর আইনরক্ষক সোনাম মহেশ্বরী বলেন, নারীরা কেউই সাধারণ নন, সকলেই ‘অসাধারণ’ সেই অসাধারণ নারীদের শুধু আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে ।

অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত করতে সহযোগিতা করেছেন দত্ত সাউন্ড এবং ডেকোরেটর সর্বোপরি কোচবিহার ‘সাহিত্যসভা’। ধরিত্রী নান্দনিকের পক্ষে শ্রীমতি ভূপালী রায় বলেন সমস্ত নারীদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে হবে, আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে হবে।

বসুন্ধরা সংগঠনের পক্ষে মিঠু বণিক বলেন, আমাদের যৌথ প্রয়াসের অদ্যকার অনুষ্ঠানটি থেকে উপস্থিত বিশিষ্ট নারী সমাজ বার্তা দিলেন যে আগামী দিনে আমাদের নারীদের নিয়ে শিক্ষা,আইন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, আত্মসুরক্ষা এবং উদ্যোগী তৈরির বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিতে হবে। আর্থসামাজিক উন্নয়নে মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতায়ন করতে হবে।

“ইন্ডিয়া ব্রান্ড অ্যাম্বাসাডর” খেতাব জিতল মাথাভাঙ্গার ভূমিকা

মাথাভাঙ্গা: সম্প্রতি গোয়াতে অনুষ্ঠিত একটি বিউটি কনটেস্টে ইন্ডিয়া ব্রান্ড অ্যাম্বাসাডর ২০২২ খেতাব জিতলেন মাথাভাঙ্গা কলেজ পাড়ার বাসিন্দা ভূমিকা দাস। ২৫ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চার দিন ধরে চলা এই প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, ছোট থেকেই মডেলিং-এর প্রতি ঝোঁক ছিল ভূমিকার।

মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলে একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছেন ভূমিকা। পড়াশোনার পাশাপাশি নৃত্যচর্চা ও মেকআপ আর্টিস্টেরও কাজ করেন তিনি। তবে ভবিষ্যতে মডেলিং নয় আইনকে মূল পেশা হিসেবে বেছে নিতে চান।

ইন্ডিয়া ব্রান্ড অ্যাম্বাসাডরের খেতাব জিতে ৪ মার্চ বাড়ি ফিরেছেন ভূমিকা। ভূমিকা যে এনজিজিও-তে কাজ করেন তার তার কর্ণধার প্রদীপ্ত দাস বলেন, ভূমিকা বরাবরই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। মাথাভাঙ্গাবাসী হিসেবে ভূমিকার এই সাফল্যে আজ আমরা সত্যি খুব গর্বিত। শুধু তিনি নন ভূমিকার সাফল্যে খুশি তাঁর বাবা শক্তি দাস ও মা পূরবী দাসও।

সা রে গা মা পা’র নীলাঞ্জনার সুরে মোহিত দেশবাসী

আলিপুরদুয়ার: জি টিভির জনপ্রিয় শো সারেগামাপা-র চ্যাম্পিয়ন হলেন আলিপুরদুয়ারর ভোলারডাবরির বাসিন্দা রায়।৬ মার্চ ছিল এই সঙ্গীত প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফিনালে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকেই তাঁর বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় খুশির হাওয়া।

২০২১ সালের অক্টোবর মাস থেকে এই শো শুরু হয়েছিল। প্রথম থেকেই সঙ্গীত প্রেমীদের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন নীলাঞ্জনা। চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় তিনি পেয়েছেন দশ লাখ টাকা এবং গাড়ি। নীলাঞ্জনার সাথে কথা বলে জানা গেল যে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা তাঁর কাছে রীতিমত একটা চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ এর আগে দুটি রিয়ালিটি শোয়ে জয়ের খুব কাছে পৌঁছেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় হয়নি। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে দ্য ভয়েস কিড রিয়ালিটি শোতে ফার্স্ট রানার আপ হয়েছিলেন তিনি। এরপর ২০১৮ সালে ইন্ডিয়ান আইডলেও সেকেন্ড রানারআপ হন তিনি।

বর্তমানে ভোলারডাবরির বাসিন্দা হলেও নীলাঞ্জনাদের আদি বাড়ি তুফানগঞ্জের শালবাড়ির নাগুরহাট এলাকায়। তাঁর মা নেতাজি বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের শিক্ষিকা এবং বাবা তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুলের শিক্ষক, সেইসূত্রেই তাঁরা আলিপুরদুয়ারে থাকেন। ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীতের আবহে বড় হয়েছেন নীলাঞ্জনা। আলিপুরদুয়ারের সঙ্গীত শিক্ষক স্বর্গীয় পরেশ চক্রবর্তীর কাছে তাঁর সঙ্গীতের হাতেখড়ি। পরে পরেশবাবুর পুত্রবধূ দেবত্রি কুণ্ডু চক্রবর্তীর কাছে সঙ্গীত চর্চা করেন তিনি। নীলাঞ্জনার মা রিংকু রায় বলেন, রোজ সকাল-সন্ধ্যাতো রেওয়াজ করেই। এছাড়াও যখনই সময় পায় তখনই গানের চর্চা করে। বাবা সুভাষ রায় বলেন, তাঁর বাবা ভালো তবলা বাদক ছিলেন। এছাড়া তিনি নিজেও ভালো গান করেন। সেই সূত্রেই নীলাঞ্জনার গলায় গান। তিনি বলেন, নীলাঞ্জনার গলায় যে জাদু আছে তা একটু বড় হওয়ার পর থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরিবার সবসময়ই তাকে সঙ্গীত চর্চায় উৎসাহ দিয়ে এসেছে।

শিশুদের অপুষ্টির বিরুদ্ধে অ্যামওয়ের প্রচেষ্টা

শিলিগুড়ি: শৈশবকালীন অপুষ্টির বিরুদ্ধে অ্যামওয়ে ভারতে তাদের বিশ্বব্যাপী পরিচিত কর্মসূচি 'পাওয়ার অফ ফাইভ'-এর মাধ্যমে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, যার উদ্দেশ্য ৬ বছরের নীচের শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত জীবন নিশ্চিত করা। নিউট্রিশন এডুকেশন ও ইন্টারভেনশন বিষয়ক প্রচেষ্টা আরও সুদৃঢ় করতে অ্যামওয়ে একটি উদ্ভাবনী মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপ্লিমেন্ট লঞ্চ করেছে – নিউট্রিলাইট লিটল বিটস, যা শিশুদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও মিনারেল জোগাবে যাতে তারা অ্যানিমিয়ার মতো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতি থেকে রক্ষা পায়।

ভারতে অ্যামওয়ে 'পাওয়ার অফ ফাইভ' ক্যাম্পেন চালু করেছে ২০১৮ সালে, যার দ্বারা ২৫,০০০-এরও বেশি ৫ বছরের নীচের শিশু এবং ৯০,০০০-এরও বেশি মা ও পরিচর্যাকারী উপকৃত হয়েছে। ভারত সরকারের ন্যাশনাল নিউট্রিশন মিশন-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই কর্মসূচির মাধ্যমে এক সার্বিক সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে যাতে যথেষ্ট সচেতনতা গড়ে তোলা যায় ও তৃণমূল স্তরে এডুকেশনাল ইন্টারভেনশন বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়। বর্তমানে, এই কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায় চলছে এসআরএফ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এবং এর দ্বারা হরিয়াণার নুহ্ জেলার ৪০টি গ্রামের ২৬,০০০ শিশু উপকৃত হচ্ছে।

হু'র (WHO) গাইডলাইন মেনে ও নিজস্ব দক্ষতা অনুসারে অ্যামওয়ে তৈরি করেছে নিউট্রিলাইট লিটল বিটস। এই মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপ্লিমেন্টে রয়েছে ১৬টি প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও মিনারেল, যার লক্ষ্য হল ভারতের অপুষ্টিতে ভোগা ৩ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগানো। দৈনিক খেলে লিটল বিটস শিশুদের শারীরিক পুষ্টি জুগিয়ে তাদের গড়ে বেড়ে উঠতে সাহায্য করবে। চলতি বছরে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া প্রায় ১০০০০ শিশুদের মধ্যে নিউট্রিলাইট লিটল বিটস বিতরণ করবে কমপক্ষে ৬ মাস থেকে ১ বছর ধরে।

সোনি ইন্ডিয়ার নতুন ওয়্যারলেস হেডফোন

শিলিগুড়ি: সোনি ইন্ডিয়া নিয়ে এলো তাদের নতুন ওভারহেড ওয়্যারলেস হেডফোন 'WH-XB910N', যাতে 'পার্টি লাইক এক্সপিরিয়েন্সের' জন্য রয়েছে 'এক্সট্রা বাস'। এছাড়া এতে আছে 'ইমপ্রুভড নয়েজ ক্যান্সেলিং' ও 'আউটস্ট্যান্ডিং ক্লাব-লাইক বাস'। সেইসঙ্গে রয়েছে ডুয়াল নয়েজ সেন্সর টেকনোলজি, অ্যাডাপ্টিভ সাউন্ড কন্ট্রোল, লং ব্যাটারি- লাইফ ও আরও অনেক কিছু।

সোনির নতুন WH-XB910N হেডফোন ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে পাওয়া যাবে সকল সোনি সেন্টার, www.ShopatSC.com পোর্টাল, মেজর ইলেক্ট্রনিক স্টোর্স ও অন্যান্য ই-কমার্স ওয়েবসাইটগুলি থেকে। কালো ও নীল রঙে উপলব্ধ এই হেডফোনের দাম ১৪,৯৯০ টাকা।

৭আপ এর নতুন ক্যাম্পেইন

শিলিগুড়ি: রিফ্রেশিং ড্রিঙ্ক ৭আপ ভারতের যুবকদের প্রতিদিনের সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে নিয়ে এসেছে তাদের নতুন ক্যাম্পেইন যা আসলে ৭আপ এর 'থিঙ্ক ফ্রেশ' সিরিজের অংশ। ৭আপ এর এই নতুন ক্যাম্পেইনটি একটি ফিল্ম এর মাধ্যমে দর্শকদের দেখানো হবে যেখানে ৭আপ মাসকট ফিডো ডিডো রোজকার গুগলিগুলিকে মজাদার পদ্ধতিতে সমাধান করে।

৭আপ এর এই প্রচারাভিযানটি টিভি, ডিজিটাল, আউটডোর, এবং সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ৩৬০-ডিগ্রি প্রচারণার মাধ্যমে বিস্তৃত করা হবে। ৭আপ ঐতিহ্যগত এবং আধুনিক রিটেল আউটলেটগুলির পাশাপাশি নির্বাচিত ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলিতে একক এবং মাল্টি-সার্ভ প্যাকে উপলব্ধ। নতুন ক্যাম্পেইন সম্পর্কে বলতে গিয়ে, পেপসিকো ইন্ডিয়ার ফ্লেভারস-এর সিনিয়র মার্কেটিং ডিরেক্টর নসিব পুরি বলেছেন: "এই মজাদার ক্যাম্পেইনের উদ্দেশ্য হল যুবকদের বুদ্ধিমত্তা, কৌতুক এবং ঠাণ্ডা মাথায় সবচেয়ে জটিল পরিস্থিতিতে উঠে আসার জন্য চিন্তা করতে উৎসাহিত করা। আমরা বিশ্বাস করি ৭আপ-এর 'থিঙ্ক ফ্রেশ' দর্শন প্রচার আমাদের গ্রাহকদের কাছে দৃঢ়ভাবে অনুরণিত হবে"।

জোশ-এসভিএফ পার্টনারশীপ

কলকাতা: পূর্ব ভারতের অগ্রণী বিনোদন সংস্থা এসভিএফ এন্টারটেইনমেন্টের সাথে পার্টনারশীপ করে জোশ। এই পার্টনারশীপের মাধ্যমে জোশ তুমিও সুপারস্টার চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে এসভিএফ এন্টারটেইনমেন্ট। যার উদ্দেশ্য, সুপ্ত বাঙালি প্রতিভার অন্বেষণ। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের আগস্টে ভারসে ইনোভেশন এই জোশ অ্যাপটি লঞ্চ করে।

জোশ হল ভারতের সেরা ১,০০০টি ক্রিয়েটরসের মধ্যে একটি। যার ২০,০০০ এরও বেশি ম্যানেজড ক্রিয়েটরটি ১০টি বড় মিউজিক লেবেল, ১৫ মিলিয়নের বেশি ইউজিসি ক্রিয়েটর, সেরা কন্টেন্ট তৈরির টুল ও হটেস্ট এন্টারটেইনমেন্ট ফরম্যাটের একটি মুজবুত কমপ্যাক্ট। বর্তমানে ১৩৯ মিলিয়নেরও বেশি এমএইউএস, ৬৮ মিলিয়ন ডিএইউএস সহ জোশ অ্যাপটি হল ভারতের শীর্ষস্থানীয় দ্রুত বর্ধনশীল শর্ট-ভিডিও অ্যাপ।

জোশ তুমিও সুপারস্টার চ্যালেঞ্জের এইরকমই একজন বিজয়ী হলেন অন্বেষা রায়চৌধুরি। একজন ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও যার সুপ্ত বাসনা ছিল অভিনেত্রী হওয়া। এই চ্যালেঞ্জ জিতে বর্তমানে অন্বেষা এসভিএফ এন্টারটেইনমেন্টের সাথে কাজ করার একটি সুযোগ পেয়েছেন। অন্বেষা জানান, জোশ-এ যোগদানের পর তিনি অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্টের মত প্ল্যাটফর্মে কাজ করার সুযোগ পান। বর্তমানে তাঁর ফলোয়ারস ৬০০কে-র বেশি।

মোগরায় ট্রেন্ডস-এর নতুন স্টোর

হুগলী: রিলায়েন্স রিটেলের বৃহত্তম ও দ্রুত বর্ধনশীল অ্যাপারেল ও অ্যাক্সেসরিজ স্পেশালটি চেইন 'ট্রেন্ডস' তাদের নতুন স্টোর খুললো পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার মোগরা শহরে।

ফ্যাশনকে সকলের কাছে সহজে গ্রহণীয় করে তুলতে ট্রেন্ডস পৌঁছে যাচ্ছে মেট্রো শহর ও মিনি-মেট্রো শহরগুলি থেকে টিয়ার-১ ও টিয়ার-২ শহরগুলিতে, ফলে ট্রেন্ডস এখন ভারতের ফেবারিট ফ্যাশন শপিং ডেস্টিনেশনে পরিণত হয়েছে। মোগরায় ট্রেন্ডস-এর নতুন আধুনিক চেহারার স্টোরে থাকছে উত্তম মানের ফ্যাশন সামগ্রীর বিশাল সম্ভার, যা এই অঞ্চলের গ্রাহকদের রুচি ও আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করে নির্বাচিত হয়েছে।

মোগরা শহরের গ্রাহকরা এখন তাদের পছন্দসই ও ট্রেন্ডি ফ্যাশন সামগ্রী সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন ট্রেন্ডস-এর উওমেন্স উইয়্যার, মেন্স উইয়্যার, কিডস উইয়্যার ও ফ্যাশন অ্যাক্সেসরিজের বিশাল সম্ভার থেকে। এইসব পণ্য পাওয়া যাবে সাশ্রয়ী মূল্যে। মোগরায় ট্রেন্ডস-এর প্রথম স্টোর থেকে বিশেষ প্রারম্ভিক অফার গ্রহণের সুযোগ পাবেন গ্রাহকরা – শুধু দারুণ ফ্যাশনদুরস্ত পণ্যই নয়, আকর্ষক মূল্যেও।

স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার নতুন সিডান স্লাভিয়া ১.০ টিএসআই

শিলিগুড়ি: স্কোডা অটো ইন্ডিয়া লঞ্চ করল তাদের নতুন স্লাভিয়া ১.০ টিএসআই সিডান। এই গাড়ির দাম শুরু হচ্ছে ১০.৬৯ লক্ষ টাকা থেকে। দুইটি ট্রান্সমিশনের অপশন-সহ তিনটি ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাবে স্কোডা স্লাভিয়া ১.০ টিএসআই। সব ভেরিয়েন্টেই থাকবে সিক্স-স্পিড ম্যানুয়াল গিয়ারবক্স।

অল-নিউ স্লাভিয়া ১.০ টিএসআই সিডানে রয়েছে ১-লিটার থ্রি-সিলিন্ডার টার্বো পেট্রল ইঞ্জিন। সেফটি ফিচার্সের মধ্যে রয়েছে ৬টি এয়ারব্যাগ, ইলেক্ট্রনিক স্ট্যাবিলিটি কন্ট্রোল, ইলেক্ট্রনিক ডিফারেন্সিয়াল সিস্টেম ও মাল্টি কলিশন ব্রেক। এই গাড়ির সঙ্গে পাওয়া যাবে ৪ বছর বা ১০০,০০০ কিলোমিটারের ওয়ারেন্টি। এছাড়াও গ্রাহকরা নিজেদের পছন্দমতো বিভিন্ন মেইনটেন্যান্স প্যাকেজ বেছে নিতে পারবেন।

স্লাভিয়া পাওয়া যাবে বিভিন্ন কলারে – ক্রিস্টাল ব্লু, টর্নাডো রেড, ক্যান্ডি হোয়াইট, ব্রিলিয়ান্ট সিলভার ও কার্বন স্টিল। অ্যাক্টিভ, অ্যাম্বিশন, স্টাইল (নন-সানরুফ ভার্সন) ও স্টাইল – স্কোডা স্লাভিয়ার এই চারটি মডেলের দাম (১.০ টিএসআই-এমটি ও ১.০ টিএসআই-এটি) ১০,৬৯,০০০ টাকা থেকে ১৫,৩৯,০০০ টাকার মধ্যে।

ট্রেন্ডস-এর নতুন স্টোর ধনিয়াখালিতে

হুগলী: পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার ধনিয়াখালি শহরে রিলায়েন্স রিটেলের বৃহত্তম ও দ্রুত বর্ধনশীল অ্যাপারেল ও অ্যাক্সেসরিজ স্পেশালটি চেইন 'ট্রেন্ডস' তাদের একটি নতুন স্টোর খুললো। ধনিয়াখালিতে ট্রেন্ডস-এর এই নতুন ও আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত স্টোরে থাকছে উত্তম মানের ফ্যাশন সামগ্রীর বিশাল সম্ভার, যা এই অঞ্চলের গ্রাহকদের রুচি ও আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করে নির্বাচিত হয়েছে। ধনিয়াখালিতে ট্রেন্ডস-এর প্রথম স্টোর থেকে বিশেষ প্রারম্ভিক অফার গ্রহণের সুযোগ পাবেন গ্রাহকরা – শুধু দারুণ ফ্যাশনদুরস্ত পণ্যই নয়, আকর্ষক মূল্যেও।

সমকালীন প্রবণতার ফ্যাশনকে সকলের কাছে সহজে গ্রহণীয় করে তুলতে ট্রেন্ডস এখন পৌঁছে যাচ্ছে মেট্রো শহর ও মিনি-মেট্রো শহরগুলি থেকে টিয়ার-১ ও টিয়ার-২ শহরগুলিতে। এর ফলে ট্রেন্ডস এখন ভারতের ফেবারিট ফ্যাশন শপিং ডেস্টিনেশন হিসেবে স্বীকৃত। ধনিয়াখালি শহরের গ্রাহকরা এখন তাদের পছন্দসই ও ট্রেন্ডি ফ্যাশন সামগ্রী সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন ট্রেন্ডস-এর উওমেন্স উইয়্যার, মেন্স উইয়্যার, কিডস উইয়্যার ও ফ্যাশন অ্যাক্সেসরিজের বিশাল সম্ভার থেকে – আকর্ষক ও সাশ্রয়ী মূল্যে।

শিব নাদর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কোর্সের জন্য ভর্তি চলছে

কলকাতা: দিল্লি-এনসিআর-এর শিব নাদর বিশ্ববিদ্যালয় ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি চালু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি তার চারটি স্কুল এবং একাডেমি অফ কন্টিনিউয়িং এডুকেশন জুড়ে সমস্ত প্রোগ্রামের জন্য ভর্তির জন্য আবেদন করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি ইঞ্জিনিয়ারিং, ন্যাচারাল সায়েন্সেস, ম্যানেজমেন্ট-এন্টারপ্রেনারশিপ এবং মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানে স্নাতক গবেষণা প্রোগ্রাম প্রদান করে। আগ্রহী আবেদনকারীরা ভর্তির প্রথম রাউন্ডের জন্য সর্বশেষ ৩১ মার্চ ২০২২ এর মধ্যে www.snu.edu.in-এ তাদের পূরণ করা সাধারণ আবেদনপত্র জমা দিতে পারেন।

শিব নাদর বিশ্ববিদ্যালয় বিএসসিতে (গবেষণা) তিনটি নতুন স্পেশালাইজেশন চালু করছে, একটি নতুন ইউনিফাইড ব্যাচেলর ইন টেকনোলজি প্রোগ্রাম সহ রসায়ন ডিগ্রি। বিশ্ববিদ্যালয়টি এই বছর থেকে একটি আর্থিক সহায়তা স্কিমও চালু করেছে, এবং আবেদন প্রক্রিয়া চলাকালীন সমস্ত শিক্ষার্থীরা এটি ব্যবহার করতে পারে। শিব নাদার ইউনিভার্সিটির দিল্লি-এনসিআর-এর নির্বাহী পরিচালক, কর্নেল গোপাল করুণাকরণ বলেছেন, "শিব নাদার ইউনিভার্সিটি, দিল্লি-এনসিআর-এ আমাদের লক্ষ্য হল ২১ শতকের জন্য সমস্ত বয়সের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জীবন এবং ক্যারিয়ারকে সমৃদ্ধ করা। এর মধ্যে রয়েছে আমাদের শিক্ষার্থীদের গবেষণা সুবিধা, কোর্স জুড়ে অতুলনীয় সংস্থান, ব্যক্তিগত এবং কল্যাণ সহায়তা, একাডেমিক নির্দেশিকা এবং আমাদের সাথে তাদের সময় জুড়ে সম্প্রদায়ের অনুভূতি প্রদান করা"।

বৈদ্যনাথপুরে ট্রেন্ডস নতুন স্টোর

পশ্চিম বর্ধমান: 'ট্রেন্ডস' - রিলায়েন্স রিটেলের বৃহত্তম ও দ্রুত বর্ধনশীল অ্যাপারেল ও অ্যাক্সেসরিজ স্পেশালটি চেইন 'ট্রেন্ডস' পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলার বৈদ্যনাথপুর শহরে তাদের একটি নতুন স্টোরের দ্বারোদ্ঘাটন করল। বৈদ্যনাথপুরে ট্রেন্ডস-এর নতুন আধুনিক চেহারার স্টোরে থাকছে উত্তম মানের ফ্যাশন সামগ্রীর বিশাল সম্ভার, যা এই অঞ্চলের গ্রাহকদের রুচি ও আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করে নির্বাচিত হয়েছে।

পশ্চিম বর্ধমানের বৈদ্যনাথপুর শহরের গ্রাহকরা এখন তাদের পছন্দসই ও ট্রেন্ডি ফ্যাশন সামগ্রী সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন ট্রেন্ডস-এর উওমেন্স উইয়্যার, মেন্স উইয়্যার, কিডস উইয়্যার ও ফ্যাশন অ্যাক্সেসরিজের বিশাল সম্ভার থেকে। যাবতীয় পণ্য পাওয়া যাবে আকর্ষক ও সাশ্রয়ী মূল্যে। বৈদ্যনাথপুরে ট্রেন্ডস-এর প্রথম স্টোর থেকে বিশেষ প্রারম্ভিক অফার গ্রহণের সুযোগ পাবেন গ্রাহকরা – শুধু দারুণ ফ্যাশনদুরস্ত পণ্যই নয়, আকর্ষক মূল্যেও। আধুনিক ফ্যাশনকে সকলের কাছে সহজলভ্য করে তুলতে ট্রেন্ডস পৌঁছে যাচ্ছে মেট্রো শহর ও মিনি-মেট্রো শহরগুলি থেকে টিয়ার-১ ও টিয়ার-২ শহরগুলিতে। এর ফলে ট্রেন্ডস এখন ভারতের ফেবারিট ফ্যাশন শপিং ডেস্টিনেশন।

টাটা প্লে-র নতুন স্টোর বাগডোগরায়

বাগডোগরা: বাগডোগরায় নতুন স্টোর খুলল টাটা প্লে (যা আগে টাটা স্কাই নামে পরিচিত ছিল)। নতুন স্টোরটিতে একই ছাদের নিচে গ্রাহকরা টাটা প্লে-র পণ্য ও পরিষেবা তথা বিনোদনের আনন্দ উপভোগ করবে। আপার বাগডোগরায় মারিনা হোটেলের কাছে টাটা প্লে-র এই নতুন স্টোরটি গ্রাহক পরিষেবা তথা কানেকশন প্রদানের ক্ষেত্রে গেটওয়ে হিসাবে কাজ করবে।

এই নতুন স্টোরটি থেকে টাটা প্লে ডিটিএইচ, টাটা প্লে বিঞ্জ ফায়ার টিভি স্টিক এবং টাটা প্লে বিঞ্জ+ অ্যান্ড্রয়েড সহ একটি সম্পূর্ণ পরিষেবা সরবরাহ করবে টাটা প্লে। উল্লেখ্য, ব্র্যান্ডটি সম্প্রতি টাটা প্লে বিঞ্জ কম্বো প্যাক ঘোষণা করেছে। এই কম্বো প্যাকে ব্রডকাস্ট চ্যানেল ও ওটিটি অ্যাপ একই সাথে সরবরাহ করা হবে। এই ধরনের কম্বো প্যাক এই প্রথম যা বিনোদনের খরচকে ভোক্তাদের কাছে আরও সহজ ও গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। এছাড়া টাটা প্লে নেটফিলক্স কম্বো প্যাকগুলিও চালু করা হয়েছে। যা গ্রাহকরা টাটা প্লে বিঞ্জ+স্মার্ট সেট-টপ বক্সের মাধ্যমে দেখতে পাবেন। বলাবাহুল্য টাটা প্লে নেটফ্লিক্স কম্বো প্যাকগুলি স্ট্রিমিং, জাতীয় এবং আঞ্চলিক লিনিয়ার টিভি চ্যানেলগুলির জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি করা হয়েছে।

আসাম রাইফেলস'কে আইসিআইসিআই ব্যাংকের বিশেষ অফার

শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই ব্যাংক আসাম রাইফেলস-এর সঙ্গে একটি মেমোর্যান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং (মউ) স্বাক্ষর করল। এর দ্বারা আসাম রাইফেলসের কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা বিশেষ ধরণের ব্যাংকিং সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। শিলঙে আসাম রাইফেলসের সদর দপ্তরে এই মউ স্বাক্ষর করেন লে. জেনারেল পি সি নায়ার (ডিরেক্টর জেনারেল, আসাম রাইফেলস) ও বিশাল বাত্রা

(রিজিওনাল বিজনেস হেড অ্যান্ড হেড অফ ডিফেন্স ইকোসিস্টেম, আইসিআইসিআই ব্যাংক)।

মউ-এর শর্ত অনুসারে আইসিআইসিআই ব্যাংক একগুচ্ছ বিশেষ সুবিধা দেবে, যেমন জিরো ব্যালান্স অ্যাকাউন্ট, লকারের প্রেফারেন্সিয়াল অ্যালটমেন্ট, দেশের যেকোনও এটিএম-এ আনলিমিটেড ফ্রি ট্রাঞ্জেকশনের সুবিধা এবং লাইফ-টাইম ফ্রি ক্রেডিট কার্ড। এছাড়াও ব্যাংকের পক্ষ থেকে নানারকম বীমার সুবিধা প্রদান করা হবে। যাবতীয় সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন আসাম রাইফেলসের নবনিযুক্ত কর্মীরা-সহ অবসরপ্রাপ্তরাও।

ইকো বাডসের দ্বিতীয় জেনারেশন লঞ্চ

কলকাতা: ইকো বাডস-এর দ্বিতীয় জেনারেশন লঞ্চ করল অ্যামাজন। অ্যাকটিভ নয়েজ ক্যানসেলেশন প্রযুক্তি সহ এই ইকো বাডসটি অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস ফোনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যা ভয়েসের মাধ্যমে আলেক্সায় হ্যান্ডস-ফ্রি অ্যাক্সেস সমর্থন করে। গ্রাহকরা ট্যাপ কন্ট্রোলের মাধ্যমে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং সিরি অ্যাক্সেস করতে পারবেন। উল্লেখ্য, ১,০০০ লিমিটেড পিরিয়ডের জন্য এই নতুন ইকো বাডগুলির দামের ওপর ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। ডিসকাউন্ট সহ এই ইকো বাডগুলির দাম শুরু হয়েছে ১১,৯৯৯ টাকা থেকে।

নতুন এই ইকো বাডগুলি শুধু ওয়্যারলেসই নয় স্ট্যান্ডার্ড ইউএসবি-সি তারযুক্ত চার্জিং বা ওয়্যারলেস চার্জিং-র বিকল্পও গ্রাহকরা বেছে নিতে পারবেন। ওয়্যারলেস চার্জিং বিকল্পটি কিউআই সার্টিফাইড ওয়্যারলেস চার্জিং প্যাডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (যা আলাদাভাবে কিনতে হবে)। অ্যামাজন ডিভাইসেস ইন্ডিয়ার কান্ট্রি ম্যানেজার পরাগ গুপ্তা বলেন, ইকো রেঞ্জে একটি অন-দ্য-গো ডিভাইস যোগ করতে পেরে আমরা গর্বিত। ইকো বাডের সাহায্যে, গ্রাহকরা সারাদিন আলেক্সা ব্যবহার করতে পারবেন।

শিলিগুড়িতে ইনস্টাগ্রামের কাউন্টার স্পিচ ফেলোশিপ

শিলিগুড়ি: ইয়ং লিডারস ফর অ্যাক্টিভ সিটিজেনশিপ (YLAC) এর সাথে একত্রিত হয়ে ইনস্টাগ্রাম তাদের ফ্ল্যাগশিপ ইয়ুথ প্রোগ্রামের একটি নতুন সংস্করণ ঘোষণা করেছে - কাউন্টার স্পিচ ফেলোশিপ শিলিগুড়িতে । এবছর এটির ষষ্ঠ সংস্করণ। প্রোগ্রামটি তরুণদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিতে এবং তাদের সম্পর্কে অনলাইনে কথোপকথনের নেতৃত্ব দিতে উৎসাহিত করবে।

কাউন্টার স্পিচ ফেলোশিপ বিশ্বজুড়ে তরুণ নাগরিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর ভিজ্যুয়ালী অর্থপূর্ণ কথোপকথন শুরু করতে কিশোর-কিশোরীদের নিযুক্ত করে। ফেলোশিপটি একটি সম্পূর্ণ-তহবিলযুক্ত ব্যস্ততা হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেখানে তরুণরা প্রতি বিকল্প সপ্তাহে কয়েক ঘন্টার জন্য মিলিত হয়। ফেলোশিপের সময়কাল দুই মাস এবং এটি গত বছরের জন্য একটি ভার্চুয়াল ব্যস্ততা হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। সমস্ত সেশন অনলাইনে পরিচালিত হবে এবং প্রোগ্রামটি বর্তমানে ভারতের একটি স্কুলে নথিভুক্ত ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী সকল ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত। আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ মে, ২০২২। নাতাশা জগ, পাবলিক পলিসি ম্যানেজার, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক ইন্ডিয়া, বলেছেন, "আমরা YLAC-এর সাথে অব্যাহত অংশীদারিত্বের জন্য এবং অভিভাবক ও তরুণদের সমন্বয়ে গঠিত ইকোসিস্টেমের জন্য কৃতজ্ঞ, যারা তাদের বিনিয়োগ করে এই ফেলোশিপটিকে একজন তরুণ ব্যক্তির ডিজিটাল লালন-পালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ করে তুলেছে।"

অ্যামওয়ের আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

শিলিগুড়ি: আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২-এর থিম '#ব্রেকদ্যবায়াস' অনুসরণে দেশের অগ্রণী এফএমসিজি ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানি অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া সকলের জন্য সমান ভবিষ্যতের অঙ্গীকার বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে কোম্পানির তরফে একগুচ্ছ নারী-কেন্দ্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য মহিলা অ্যামওয়ে ডাইরেক্ট সেলিং পার্টনার (এডিএস পার্টনার্স) ও সম্ভাবনাপূর্ণ মহিলা উদ্যোগীদের দক্ষতা ও বৃদ্ধির সুযোগ প্রদান করা, যাতে তারা তাদের উদ্যোগ সফল করার পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হন।

Amway

অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার সিইও অংশু বুধরাজা জানান, তাদের প্রচেষ্টার সঙ্গে এই বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের থিম (#ব্রেকদ্যবায়াস) সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা চান চিরকালীন প্রথামুক্ত ও বিভেদমুক্ত এক বিশ্ব। তাঁর বিশ্বাস, মহিলা উদ্যোগীদের হাতেই রয়েছে ভারতে অ্যামওয়ের ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। অ্যামওয়ের অসাধারন উদ্যোগপূর্ণ সুযোগের মাধ্যমে তারা মহিলা এডিএস পার্টনারদের প্রেরণা জোগাচ্ছেন এবং আরও বেশিসংখ্যক মহিলা অংশ নিতে এগিয়ে আসছেন।

অ্যামওয়ে শুধু তাদের এডিএস পার্টনারদের সঙ্গে উদযাপনে মেতেছে, তা নয়। মহিলা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তারা #এক্সট্রাঅর্ডিনারিইনঅর্ডিনারি উদ্যোগ শুরু করেছেন। অ্যামওয়ের নারীরা তাদের কাহিনী নিয়ে ভার্চুয়াল সেলিব্রেশনে অংশ নেবেন ও তাদের সাহস ও ধৈর্য্যের কাহিনী তুলে ধরবেন, যাতে অন্যরাও প্রেরণা লাভ করতে পারেন।

ভোডাফোন আইডিয়া ফাউন্ডেশনের নারী দিবস পালন

শিলিগুড়ি: 'উওমেন অফ ওয়ান্ডার' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করল ভোডাফোন আইডিয়া ফাউন্ডেশন (ভিআইএফ)। এই বইটিতে ১৭ জন উদ্যোগী নারীর কাহিনী সংকলিত হয়েছে, যারা নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জন করে সমাজে নিজস্ব স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

এক ভার্চুয়াল ইভেন্টে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন বৃন্দা স্বরূপ (প্রাক্তণ সচিব, স্কুল এডুকেশন অ্যান্ড লিটারেসি, মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন ও প্রাক্তণ সচিব, ফুড অ্যান্ড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন, ভারত সরকার), অরুণা শর্মা (প্রাক্তণ আইটি সেক্রেটারি), শিরীন ভান (ম্যানেজিং এডিটর, সিএনবিসি-টিভি১৮), পি বালাজি (চিফ রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার, ভিআইএল ও ডিরেক্টর, ভোডাফোন আইডিয়া ফাউন্ডেশন) এবং ড. নিলয় রঞ্জন (হেড, ভোডাফোন আইডিয়া ফাউন্ডেশন) । এই উপলক্ষে, ভিআইএফ-এর পক্ষ থেকে তাদের বিভিন্ন সোস্যাল প্রোগ্রামের মহিলা বেনিফিসিয়ারিদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়, যারা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আর্থিক বাধা কাটিয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন এবং অন্যদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছেন।

এইচসিএল গ্র্যান্ট দেওয়া হল তিনটি এনজিও'কে

কলকাতা: এইচসিএল টেকনোলজিসের সিএসআর শাখা এইচসিএল ফাউন্ডেশন তাদের ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম এইচসিএল গ্র্যান্টের সপ্তম এডিশনের জয়ী এনজিও-গুলির নাম ঘোষণা করল। গ্রামীণ ভারতে পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনার জন্য এনজিও-গুলির ডাইভার্স, ইনোভেটিভ ও ইনক্লুসিভ ইনিশিয়েটিভের প্রতি সহায়তা প্রদানের জন্য এইচসিএল গ্র্যান্ট দেওয়া হয়ে থাকে। এবার এনভায়রনমেন্ট, হেলথ ও এডুকেশন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য জয়ী তিনটি এনজিও'র প্রত্যেকটি ৩ থেকে ৫ বছর মেয়াদী প্রকল্পের জন্য পেয়েছে ৫ কোটি টাকা (৬৭১,১৪০ ইউএস ডলার)। প্রতি ক্ষেত্রে দুইটি করে ফাইনালিস্ট এনজিও প্রত্যেকে পেয়েছে ২৫ লক্ষ টাকার (৩৩,৫৫৭ ইউএস ডলার) একবছরের গ্র্যান্ট। সবমিলিয়ে গ্র্যান্টের পরিমাণ ১৬.৫ কোটি টাকা (২.২১ মিলিয়ন ইউএস ডলার)। এইচসিএল গ্র্যান্ট জয়ী এনজিও-গুলি হল: এনভায়রনমেন্ট – প্রফেশনাল অ্যাসিস্ট্যান্স ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাকশন, হেলথ – দ্য অ্যাসোসিয়েশন ফর পিপল উইথ ডিসএবিলিটি, এডুকেশন – ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লার্নিং ফাউন্ডেশন।

২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এইচসিএল গ্র্যান্ট বর্তমানে ভারতের বৃহত্তম ও বহুপ্রশংসিত সিএসআর গ্র্যান্ট হিসেবে স্বীকৃত, যা ফিফথ এস্টেট বা এনজিও'গুলির উত্থানের সহযোগী। এইচসিএল গ্র্যান্টের আওতায় এইচসিএল ফাউন্ডেশন এযাবৎ ৯৫.৭৫ কোটি টাকা (১২.৮৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার) প্রদান করেছে।

শেষ চারে স্বস্তিকা

শিলিগুড়ি সুপার ডিভিশন টি২০ ক্রিকেট লিগে শেষ চারে জায়গা করে নিল স্বস্তিকা যুবক সঙ্ঘ। ৪ মার্চ ডু-অর-ডাই ম্যাচে ৫ উইকেটে হারাল বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবকে। এদিন দুই দলের কাছেই সেমিফাইনালে ওঠার সুযোগ ছিল। শেষ পর্যন্ত স্বস্তিকা জিতে সেমিতে জায়গা তৈরি করে নিল।

জয়ী ইউনাইটেড

মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে ৪ মার্চ ইউনাইটেড ক্লাব ৪ উইকেটে হারিয়েছে বিবেকানন্দ ক্লাবকে। টসে জিতে বিবেকানন্দ ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১২৩ রান করে। প্রতীক মুখোপাধ্যায় ৬০ রান করেন। জবাবে ইউনাইটেড ১৭.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা পরিতোষ বর্মন ৫৪ রান করেন।

তৃতীয় উত্তরবঙ্গ

ওড়িশার কেআইআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইস্ট জোন টেবিল টেনিসে তৃতীয় স্থান পেয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। দারভাঙা এলএন মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩-২ ব্যবধানে হারায়। উত্তরবঙ্গের হয়ে খেলেন এসএস রায়, অরিজিৎ দে, সায়ন সরকার, এনআর মুহুরি ও অভিরূপ সরকার।

ফাইনালে সুতীর্থা ও ঐহিকা

ডব্লিউটিটি-র ওমান ওপেন টেবিল টেনিসে মহিলাদের ডাবলসে ফাইনালে পৌঁছে গেলেন সুতীর্থ মুখোপাধ্যায় ঐহিকা মুখোপাধ্যায়। ৪ মার্চ সেমিফাইনালে তারা ৩-০ গেমে হারিয়েছেন সৃজা আকুলা সেলেনা সেলভাকুমারকে। কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যান মণিকা বাত্রা।

সোনা ও রুপা জিতল মমতা ও মাম্পি

রাজ্য কুস্তিতে অনূর্ধ্ব-২০ মেয়েদের ৬৯ কেজি বিভাগে সোনা পেয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবা অঞ্চলের মমতা মাঝি। ফাইনালে তিনি হারিয়ে দেন হুগলি জেলার মণিকা গুপ্তকে। অনূর্ধ্ব ১৭ মেয়েদের ৪০ কেজিতে রুপো পেয়েছে জলপাইগুড়ি জেলারই মাম্পি ওরাওঁ। দুইজনেই জলপাইগুড়ি জেলা কুস্তি সংস্থার সদস্য। মমতা ও মাম্পির সাফল্যে খুশি সংস্থার কোচ আশিস শীল।

দিগন্ত দাসের ১২৫

জলপাইগুড়ি সুপার ফোর লিগের খেলায় প্রথম সেঞ্চুরি করলেন সাধন ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের খেলোয়াড়। দিগন্ত দাস করেন মোট ১২৫ রান। এদিন ৩ মার্চ জলপাইগুড়ির প্রথম ডিভিশনের সুপার ফোর লিগের খেলায় কোচিং সেন্টার ১০৩ রানে মোহিতনগর ক্লাবকে হারিয়েছে।

বদলে গেল ক্রিকেটের কিছু নিয়ম, মানকাডিংকে করা হচ্ছে রান আউট

দুবাই: বিগত দশকে ক্রিকেটের পুরনো নিয়মগুলির মধ্যে অনেক কিছুই বদলে গিয়েছে। সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও কিছু নিয়ম। এমসিসি-র বৈঠকে প্রাথমিকভাবে স্বীকৃতিও পেয়ে গিয়েছে।

নতুন নিয়মগুলি হল:

- মানকাডিং'কে ফেয়ার প্লে'র স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
- বলে থুতু লাগানোর উপর পাকাপাকি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
- মাঠে দর্শক বা পশু ঢুকে পড়লে ডেডবল ঘোষণা করা হবে।
- ওয়াইড বলের ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানের মুভমেন্ট লক্ষ্য করা হবে।
- পিচের বাইরে ডেলিভারি গেলে তা হবে ডেড বল।
- ফিল্ডিং দলের ইচ্ছাকৃত নড়াচড়ার ক্ষেত্রে ৫ পেনাল্টি রান।
- ক্যাচ আউট হলে নতুন ব্যাটসম্যানকেই স্ট্রাইক নিতে হবে।

নন স্ট্রাইক প্রান্তের ব্যাটসম্যান দাগ ছেড়ে বেড়িয়ে গেলে তাকে আউট করা ক্রিকেটে এমনিতে বৈধই ছিল। কিন্তু 'স্পিরিট অব ক্রিকেট' এর দোহাই দিয়ে তুলোধোনা করা হতো ওই বোলারকে। এখন থেকে মানকাডিং নামে কোনো আউট থাকছে না, সেটা হবে রান আউট। খেলা চলাকালীন মাঠে কোন দর্শক বা পশু ঢুকে পড়লে সেটিকে ডেডবল ঘোষণা করা হবে। খেলা চলাকালীন বলকে সুইং করানোর জন্য বলে থুতু লাগানো হত, এখন থেকে এটির উপর পাকাপাকি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আম্পায়ার ওয়াইড বল দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানের মুভমেন্ট লক্ষ্য করবে। বলারের করা কোন ডেলিভারি পিচের বাইরে চলে গেলে সেটি হবে ডেড বল। ফিল্ডিং দলের ইচ্ছাকৃত নড়াচড়ার ক্ষেত্রে ও ৫ পেনাল্টি রান পাওয়া যাবে।

শট নেওয়ার পর ফিল্ডার ক্যাচ নেওয়ার সময় দুই ব্যাটসম্যান প্রান্ত বদল করলে আর আগের মতো নতুন ব্যাটসম্যান ক্রিজে এসে নন-স্ট্রাইকে দাঁড়াতে পারবেন না। তাঁকেই স্ট্রাইক নিতে হবে। আগামী ১ অক্টোবর থেকে চালু হতে চলেছে ক্রিকেটের এই নতুন নিয়ম।

ভারতের জয়ের কাণ্ডারি শিলিগুড়ির রিচা

শিলিগুড়ি: জীবনের দ্বিতীয় বিশ্বকাপ খেলতে নেমে ইতিমধ্যেই সবার নজর কেড়েছেন শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বাসিন্দা রিচা ঘোষ। নিউজিল্যান্ডে যাওয়ার আগে রিচা বলেছিলেন, সুযোগ যাই আসুক, তা উইকেটের সামনে হোক বা পেছনে, যে কোন অবস্থাতেই নিজের সেরাটা দিতে হবে। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ ছিল পাকিস্থানের বিরুদ্ধে। এই খেলাতেই চারটি দুরন্ত ক্যাচ ও এক স্ট্যাম্পিং-এ ভারতের ১০৭ রানের জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন রিচা। আর এই খেলাতেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে যাননি।

রিচার এই সাফল্যে তাঁর কোচ বরুণ বন্দোপাধ্যায় বলেন, রিচার ম্যাচ সেন্স দারুণ। ওর মধ্যে ভবিষ্যতের অধিনায়ককে দেখি আমি। মাঠের বাইরে রিচার রিল্যাক্স থাকার ক্ষমতাই ওকে চাপের মুহূর্তেও সুবিধা দেয়।

দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম সরস্বতী, তৃতীয় সবিনা

বাগডোগরা: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ৮ মার্চ নর্থবেঙ্গল ট্রাইবাল ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ও বাগডোগরার ব্যাংডুবি সেন্ট টেরেসা স্কুলের সহযোগিতায় এক দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন কালিম্পংয়ের সরস্বতী রাই। দ্বিতীয় হাতিঘিসার সঙ্গীতা ওরাওঁ। তৃতীয় গরুবাথানের সবিনা রাই।

সকালে বিহার মোড় থেকে সেন্ট টেরেসা স্কুল পর্যন্ত ৫ কিমি দৌড়ের সূচনা করেন ভেটারেন্স অ্যাথলিট সুশীলা এক্কা ও ক্রীড়াপ্রেমী অমিতাভ সরকার। বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেন প্রেম বরদোয়া, রাজেন সুনদাস প্রমুখ।

মূক-বধির অলিম্পিক্সে টেবিল টেনিসে খেলবে শিলিগুড়ির দুই

শিলিগুড়ি: ব্রাজিল ডেফলিম্পিক্সে দেশের হয়ে টেবিল টেনিস খেলার সুযোগ পেয়েছেন শিলিগুড়ি দুই মাধ্যমিক পড়ুয়া। মুক্ত-বধির দুই প্রতিভা স্বরন দাস ও প্রিয়ম চক্রবর্তী শারীরিক অক্ষমতাকে জয় করে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছেছে। তাদের সাফল্যে ফের একবার ফের টেবিল টেনিসে শিলিগুড়ির মুখ উজ্জ্বল হল।

শহরের তরাই তারপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের এই দুই ছাত্র আগামী ১ থেকে ১৫ মে ব্রাজিলে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। জানা গেছে, মাঠের পাশ দিয়ে যখন স্বরনের বাবা ৬-৭ বছরের ছেলেকে সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে যেতেন, সে হাত দিয়েই। ইশারায় খেলার আগ্রহ প্রকাশ। প্রতিভা দেখে শেখানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন প্রশিক্ষকেরা। দেবাশিস কলোনির বাসিন্দা স্বরন দাস, তাঁর বাবা এক বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন, তিনি জানান, "ছেলে দেশের হয়ে পদক আনবে, এই আশায় রয়েছি।

প্রিয়ম চক্রবর্তী শিলগুড়ির দেশবন্ধু পাড়ার বাসিন্দা। তাঁর বাবা একজন প্রয়াত সেনা কর্মী, প্রিয়মের দিদি জানান, প্রথম থেকেই আগ্রহ ছিল খেলায়, প্রশিক্ষন নিয়ে সাফল্য পেয়েছে। আসা করছি দেশের হয়ে পদক আনবে।

স্বরন ও প্রিয়ম, দু'জনকেই প্রশিক্ষণ দিতে কোচ ভারতী ঘোষ। তাদের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করেছেন কোচ নিজেও, তিনি বলেন, "প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সাফল্য পেলে স্মমাননা প্রাপ্যই।

নির্বাসিত জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার

কলকাতা: আচমকা ভারতীয় জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকারকে নির্বাসিত করল আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিক সংগঠন। কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত নিল আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিক সংস্থা, তা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না দীপা।

সূত্রের খবর, দীপার বিরুদ্ধে ডোপিং-এর অভিযোগ উঠেছে। এই মুহূর্তে আগরতলায় অনুশীলন করছেন দীপা। আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিক্স সংস্থার সিদ্ধান্তে হতবাক হয়ে গিয়েছেন তিনি।

তবে দীপা কথা না বললেও ছাত্রীর নির্বাসন প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী। তিনি বলেন, 'জাতীয় শিবিরের অংশ না হওয়ায় আগরতলায় অনুশীলন করছে ও। আমার মতোই ও এই সিদ্ধান্তে খুবই অবাক হয়েছে। ভারতীয় জিমন্যাস্টিক সংস্থা এই বিষয়ে এখনও আমাদের কিছু জানায়নি। কিছু জানতে পারার পর আমরা এই বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাব'।

কোভিড সংক্রমণের কারণে দেশ-বিদেশের একাধিক যোগ্যতা অর্জনের প্রতিযোগিতা বাতিল হয়ে যাওয়ায় দীপা ২০২১ টোকিও অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। সেই না পাওয়া মেটাতে ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জনের জন্য অনুশীলনে ডুবে গিয়েছেন এই বঙ্গ তনয়া। পাশাপাশি চলতি বছর আয়োজিত হতে চলা এশিয়ান গেমস এবং কমনওয়েলথ গেমসেও অংশগ্রহণ করতে মরিয়া দীপা। এসবের মাঝেই এল তাঁর নির্বাসনের সংবাদ।

দর্শক টানতে উদ্যোগ মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ

শিলিগুড়ি: সুপার ডিভিশন ক্রিকেটকে জনপ্রিয় করে তুলতে নয়া উদ্যোগ শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের। আগে থেকেই রঙিন পোশাক, সাদা বল, ব্ল্যাক সাইট স্ক্রিন সবকিছুই ছিল মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অমৃতকুমার চৌধুরী, প্রভা চৌধুরী ও মহেন্দ্রলাল দে ট্রফির প্রথম কোয়ালিফায়ারে। অভাব ছিল শুধু চিয়ার লিডারের। পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা আশ্বস্ত করেছেন ফাইনালে সেটাও থাকবে।

ক্রিকেট লিগের ম্যাচ দেখতে আগ্রহী প্রেমীদের সংখ্যা কম। তবে এবারে অন্যবারের তুলনায় ভিড় টানছে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম। মূলত একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে আসাতেই এই জনপ্রিয়তা।

ফাইনালের লক্ষ্যে একধাপ জিটিএসসি-র

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অমৃতকুমার চৌধুরী, প্রভা চৌধুরী ও মহেন্দ্রলাল দে ট্রফি সুপার ডিভিশন টি২০ ক্রিকেটে ফাইনালে ওঠার লক্ষ্যে এক পা বাড়িয়ে রাখল জিটিএসসি। ৮ মার্চ এলিমিনেটরে জিটিএসসি ১৩৪ রানে স্বস্তিকা যুবক সংঘকে হারিয়েছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে প্রথমে জিটিএসসি ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২২৯ রান তোলে। রাজকমল প্রসাদ ৭২ রান করেন। অর্ঘ্যদীপ সাহা ও প্রিয়াংশু শ্রীবাস্তবের অবদান যথাক্রমে ৪৮ ও ৩৫। বিকি ঘোষ ২৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে স্বস্তিকা ১৪ ওভারে ৯৫ রানে অলআউট হয়। ধ্রুবজ্যোতি বাউল চৌধুরী ৫৭ রান করেন। গৌতম কুমার ২৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জয়দেব পাল ৬ ও অনীক নন্দী ১৬ রানে নেন ২ উইকেট।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96

ভক্সওয়াগেন ইন্ডিয়ার নতুন ‘ভক্সওয়াগেন ভার্টাস’

কলকাতা: এক ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের মধ্য দিয়ে ভক্সওয়াগেন পেশ করল তাদের নতুন গ্লোবাল সিডান ‘ভক্সওয়াগেন ভার্টাস’। ভক্সওয়াগেন পরিবারের নতুন সদস্য, বড়সড় ডিজাইনের ‘ভক্সওয়াগেন ভার্টাস’ হল প্রিমিয়াম মিড-সাইজ সিডান সেগমেন্টের নতুন অতিথি।

নতুন ‘ভক্সওয়াগেন ভার্টাস’ পাওয়া যাবে অ্যাক্টিভ সিলিন্ডার টেকনোলজি-সহ ১.৫১ টিএসআই ইভিও ইঞ্জিন ও ১.০১ টিএসআই ইঞ্জিন – এই দুই ভেরিয়েন্টে। এই গাড়িতে রয়েছে একগুচ্ছ টেকনোলজি, এন্টারটেনমেন্ট ও কানেক্টিভিটি ফিচার্স, যেমন ২০.৩২সিএম ডিজিটাল ককপিট, ২৫.৬৫সিএম লার্জ টাচস্ক্রিন ইনফোটেনমেন্ট সিসটেম (অ্যাপল কারপ্লে ও অ্যান্ড্রয়েড অটো), ইলেক্ট্রিক সানরুফ, স্মার্ট-টাচ ক্লাইমাট্রনিক এসি, ৮টি স্পিকার, ওয়্যারলেস মোবাইল চার্জিং, ফ্রন্ট ভেন্টিলেটেড লেদার সিট ও মাইভক্সওয়াগেন কানেক্ট অ্যাপ। এছাড়া রয়েছে ৪০টিরও বেশি অ্যাক্টিভ ও প্যাসিভ সেফটি ফিচার, যেমন ৬টি এয়ারব্যাগ, ইলেক্ট্রিক স্ট্যাবিলিটি কন্ট্রোল, মাল্টি-কলিশন ব্রেক, হিল-হোল্ড কন্ট্রোল, এলইডি হেডল্যাম্প, টায়ার প্রেসার ডিফ্লেশন ওয়ার্নিং ও রিভার্স ক্যামেরা।

নতুন ভার্টাস পাওয়া যাবে ছয়টি আকর্ষক এক্সটেরিয়র কলারে– ওয়াইল্ড চেরি রেড, কার্বন স্টিল গ্রে, রিফ্লেক্স সিলভার, কারকুমা ইয়েলো, ক্যান্ডি হোয়াইট ও রাইজিং ব্লু। ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের পাশাপাশি ভক্সওয়াগেন ভার্টাস সিডানের প্রি-বুকিং শুরু হয়ে গেছে ভারতের ১৫১টি সেলস টাচপয়েন্টের মাধ্যমে। এছাড়া, ভক্সওয়াগেন ইন্ডিয়া ওয়েবসাইটের অনলাইন বুকিং প্লাটফর্মের মাধ্যমেও প্রি-বুকিং করা যাবে।

চন্ডীপুরে ট্রেন্ডস নতুন স্টোর খুললো

পূর্ব মেদিনীপুর: ‘ট্রেন্ডস’ - রিলায়েন্স রিটেলের বৃহত্তম ও দ্রুত বর্ধনশীল অ্যাপারেল ও অ্যাক্সেসরিজ স্পেশালিটি চেইন ‘ট্রেন্ডস’ পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডীপুর শহরে তাদের একটি নতুন স্টোরের দ্বারোদ্ঘাটন করল। চন্ডীপুরে ট্রেন্ডস-এর নতুন আধুনিক সাজের স্টোরে থাকছে উত্তম মানের ফ্যাশন সামগ্রীর বিশাল সম্ভার, যা এই অঞ্চলের গ্রাহকদের রুচি ও আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করে নির্বাচিত হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের চন্ডীপুর শহরের গ্রাহকরা এখন তাদের পছন্দসই ও ট্রেন্ডি ফ্যাশন সামগ্রী সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন ট্রেন্ডস-এর উওমেন্স উইয়্যার, মেন্স উইয়্যার, কিডস উইয়্যার ও ফ্যাশন অ্যাক্সেসরিজের বিশাল সম্ভার থেকে। যাবতীয় পণ্য পাওয়া যাবে আকর্ষক ও সাশ্রয়ী মূল্যে। চন্ডীপুরে ট্রেন্ডস-এর প্রথম স্টোর থেকে বিশেষ প্রারম্ভিক অফার গ্রহণের সুযোগ পাবেন গ্রাহকরা – শুধু দারুণ ফ্যাশনদুরস্ত পণ্যই নয়, আকর্ষক মূল্যেও। আধুনিক ফ্যাশনকে সকলের কাছে সুহজলভ্য করে তুলতে ট্রেন্ডস পৌঁছে যাচ্ছে মেট্রো শহর ও মিনি-মেট্রো শহরগুলি থেকে টিয়ার-১ ও টিয়ার-২ শহরগুলিতে। এর ফলে ট্রেন্ডস এখন ভারতের ফেবারিট ফ্যাশন শপিং ডেস্টিনেশন।

ইনস্টাগ্রাম কাউন্টার স্পিচ ফেলোশিপ

কলকাতা: কলকাতায় কাউন্টার স্পিচ ফেলোশিপের ষষ্ঠ সংস্করণ চালু করল ইনস্টাগ্রাম। তাদের ফ্ল্যাগশিপ যুব প্রোগ্রামের অন্তর্গত ইয়ং লিডারস ফর অ্যাক্টিভ সিটিজেনশিপ (ওয়াইএলএসি) এর সহযোগিতায় ইনস্টাগ্রামের এই ফেলোশিপ। বলাবাহুল্য, প্রোগ্রামটি ভবিষ্যতের প্রজন্মের নেতা এবং কর্মীদের জন্য একটি ইনকিউবেটর হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। যা সামাজিক পরিবর্তনের সমর্থন যুব সম্প্রদায়ের মত প্রকাশে সাহায্য করে। প্রোগ্রামটি বর্তমানে ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী সকল ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত। আবেদনের শেষ তারিখ চলতি বছরের ১৩ মে।

২০১৭ সাল থেকে চালু হওয়ায় এই কাউন্টার স্পিচ ফেলোশিপ ৮০ টিরও বেশি শহরের তরুরা অংশগ্রহণ করেছে। শুধু তাইনয় এই ফেলোদের দ্বারা তৈরি বিষয়বস্তু ১৭ মিলিয়নেরও বেশি লোকের কাছে পৌঁছেছে। ইনস্টাগ্রামের এই ফেলোশিপটি ফুল-ফান্ড এনগেজমেন্ট ফান্ড হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দুই মাসের এই ফেলোশিপটি গত বছর থেকে ভার্চুয়াল হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। ২০২২ সালে ফেলোশিপ চারটি থিমের উপর ফোকাস করবে- লিঙ্গ সমতা, বৈচিত্র্য, বুলিং এবং মানসিক সুস্থতা। ফেসবুক ইন্ডিয়া,ইনস্টাগ্রামের পাবলিক পলিসি ম্যানেজার, নাতাশা জগ বলেন, ইনস্টাগ্রামে মানুষ সৃজনশীলভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করে। এই কথা মাথায় রেখেই ফেলোশিপের ষষ্ঠ সংস্করণ চালু করা হয়েছে।

কলকাতায় চালু সাইবোর্ড

কলকাতা: সাইবোর্ড স্কুল নামে কলকাতায় এক ধরনের একশো শতাংশ অনলাইন স্কুল চালু হয়েছে। যার উদ্দশ্য হল শিক্ষক, আন্তর্জাতিক পাঠ্যক্রম এবং উচ্চতর প্রযুক্তির সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের একটি উচ্চতর শিক্ষার অভিজ্ঞতা প্রদান করা।

গত কয়েক বছরে ঐতিহ্যগত শিক্ষার ধারণা আমূল বদলে গেছে। সাইবোর্ড স্কুল একশো শতাংশ অনলাইন লার্নিং-র মাধ্যমে উন্নতানের শিক্ষা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উল্লেখ্য, সাইবোর্ড মুখের স্বীকৃতি এবং শারীরিক ভাষা মূল্যায়নের জন্য এআই ব্যবহার করে। এই বিদ্যালয়টি পকেট-বান্ধব ফি কাঠামো অফার করে। যা প্রতি মাসে ১৩২০টাকা থেকে শুরু।

সাইবোর্ড স্কুলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও রজত সিংগাল বলেন, আমাদের লক্ষ্য হল ভার্চুয়াল ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক বিকাশের উপর ফোকাস করা।

টয়োটা কির্লোস্কর মোটরের ‘কুল নিউ টয়োটা গ্লাঞ্জা’

শিলিগুড়ি: টয়োটা কির্লোস্কর মোটরের (টিকেএম) বহু-প্রতীক্ষিত ‘কুল নিউ টয়োটা গ্লাঞ্জা’র বুকিং শুরু হল ৯ মার্চ থেকে। ভারতের সর্বাধিক সাশ্রয়ী টয়োটা কার ‘কুল নিউ টয়োটা গ্লাঞ্জা’ গ্রাহকদের দেবে টয়োটার যাবতীয় গুণসমৃদ্ধ এমন এক গাড়ি, যা যেমন স্টাইলিশ ও ডায়নামিক লুকের, তেমনই স্পোর্টি ডিজাইনের।

‘কুল নিউ টয়োটা গ্লাঞ্জা’ পাওয়া যাবে ম্যানুয়াল (এমটি) ও অটোমেটিক ট্রান্সমিশন (এএমটি) ভেরিয়েন্টে। এতে রয়েছে পাওয়ারফুল ও ফুয়েল এফিসিয়েন্ট ‘কে-সিরিজ ইঞ্জিন’। ‘কুল নিউ টয়োটা গ্লাঞ্জা’য় রয়েছে নানারকম কানেক্টেড ফিচার্স। নিউ-এজ হেড-আপ ডিসপ্লে, ৩৬০-ডিগ্রি ক্যামেরা ও ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করা যাবে স্মার্টফোনের মাধ্যমে (অ্যাপল ও অ্যান্ড্রয়েড)। বিবিধ সেফটি ফিচার্সের মধ্যে রয়েছে ৬টি এয়ারব্যাগ। ‘কুল নিউ টয়োটা গ্লাঞ্জা’র সঙ্গে থাকছে ৩ বছর বা ১০০,০০০ কিলোমিটারের ওয়ারেন্টি। এই ওয়ারেন্টি ৫ বছর বা ২২০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়িয়ে নেওয়ার সুবিধা পাওয়া যাবে।

৯ মার্চ থেকে ‘কুল নিউ টয়োটা গ্লাঞ্জা’র বুকিং শুরু হয়েছে মাত্র ১১,০০০ টাকায়। অনলাইনে (www.toyotabharat.com) অথবা নিকটবর্তী টয়োটা ডিলারশিপ থেকেও বুকিং করা যাবে।

মহিলাদের সম্মানার্থে অ্যামাজনের “সী ইজ অ্যামাজন” ক্যাম্পেন

শিলিগুড়ি: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে সমস্ত মহিলা কর্মচারীদের সম্মানার্থে অ্যামাজন ইন্ডিয়া ব্রেক দ্য বায়াস থিমের সামঞ্জস্য রেখে সী ইজ অ্যামাজন ক্যাম্পেন চালু করেছে। এই ক্যাম্পেনে সেইসব মহিলাদের কথা তুলে ধরা হয়েছে যারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শুধুমাত্র সামাজিক, সাংস্কৃতিক, এবং অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার সাথে লড়াই করেনি ই-কমার্সের দুনিয়ায় একজন শক্তিশালী মহিলা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বলাবাহুল্য, আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ক্যাম্পেনের অংশ হিসেবে অ্যামাজন একটি কফি টেবিল বুক লঞ্চ করেছে। যা এই ই-কমার্স ফিল্ডে কর্মরত মহিলাদের জীবন সংগ্রাম ও সাফল্যের কাহিনী তুলে ধরেছে। এই কফি টেবিল বুকের মুখবন্ধ লিখেছেন আইএএস ডঃ অরুণা শর্মা। স্বনির্ভর ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং তাঁদের প্রয়োজনীয়তার কথা এই কফি বুকে তুলে ধরেছেন। অ্যামাজন ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর, ডিইএন্ডআই, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটস, ডব্লিউডব্লিউ কনজিউমার স্বাতী রুস্তগী বলেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে সী ইজ অ্যামাজনের মাধ্যমে-দেশব্যাপী অ্যামাজনে কর্মরত মহিলাদের দুর্দান্ত কাজকে স্বীকৃতি দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা মাত্র। এই নারী দিবসে আমাদের লক্ষ্য হল নারীদের সাহস ও উদ্যোগের প্রতি সম্মান জানানো।

লঞ্চ হল মেন পিম্পল ক্লিয়ার ফেস নিম ওয়াশ

আসানসোল: হিমালয় ওয়েলনেস কোম্পানি বাজারে নিয়ে এল পুরুষদের জন্য হিমালয় মেন পিম্পল ক্লিয়ার নিম ফেস ওয়াশ। বলাবাহুল্য, ছেলেদের মধ্যে এই ফেস ওয়াশের জনপ্রিয়তা বাড়াতে ইতিমধ্যে ক্যাম্পেনও শুরু করে দিয়েছে কোম্পানিটি।

ক্যাম্পেনটিতে দেখানো হয় ক্রিকেট ম্যাচর পর ড্রেসিংরুমে এসে একটি ছেলেকে তার বন্ধুরা একটি মেয়েকে নিয়ে উক্তত্য করতে শুরু করলে ছেলেটি বলে যে সে আসলে তার পিম্পলের দিকে তাকিয়ে ছিল।

Himalaya SINCE 1930

এই শুনে তার বন্ধুরা তাকে বিভিন্ন পরামর্শ দেয়। এইসময় ঋষভ পন্ত দলে যোগ দিয়ে তাদের বলেন যে, পুরুষদের ব্রণর জন্য একমাত্র সঠিক সমাধান হল হিমালয় মেন পিম্পল ক্লিয়ার নিম ফেস ওয়াশ। যা পুরুষদের ত্বকের জন্য বিশেষভাবে তৈরি।

হিমালয় ওয়েলনেস কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার-মার্কেটিং রাহুল পাণ্ডাল বলেন, হিমালয় পণ্যের লক্ষ্য হল গ্রাহকদের পারসনাল কেয়ার প্রবলেমের সমাধান করা। সেই কথা মাথায় রেখেই এই ছেলেদের জন্য আনা হয়েছে মেন পিম্পল ক্লিয়ার নিম ফেস ওয়াশ।

উজ্জ্বল ও সুস্থ ত্বকের জন্য মহিলারা আমন্ড পছন্দ করেন

কলকাতা: মহিলাদের উজ্জ্বল ও সুস্থ ত্বকের জন্য আমন্ড খুবই উপকারী। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা গেছে, মহিলারা হেলদি লাইফস্টাইলের সঙ্গে দৈনিক খাদ্য তালিকায় প্রাকৃতিক বিকল্প খাদ্য পছন্দ করেন। রিসার্চ কনসাল্টিং সংস্থা ইউগভ (YouGov) এই সমীক্ষাটি চালিয়েছিল গত ৭ থেকে ২২ ডিসেম্বর।

সমীক্ষা চলাকালীন ভারতের ৭২ শতাংশ মহিলা বলেছেন তারা সুন্দর ত্বকের জন্য খাদ্য তালিকায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবর্তন পছন্দ করেন। দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, লুধিয়ানা, জয়পুর, ইন্দোর, কলকাতা, ভুবনেশ্বর, মুম্বই, আহ্মেদাবাদ, পুণে, ব্যাঙ্গালোর, কয়েম্বাটর, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই প্রভৃতি শহরে ৩৯৫৯ জনের মধ্যে সমীক্ষাটি চালানো হয়েছিল। সমীক্ষার ফল থেকে জানা গেছে, ভারতের ৮০ শতাংশ মহিলা মনে করেন কোনও স্কিনকেয়ার প্রোডাক্ট ব্যবহার করে নয়, ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় শরীর সুস্থ থাকলে। বেশিরভাগ মহিলার বিশ্বাস স্বাস্থ্যসম্মত আহার, পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ব্যায়াম লাইফস্টাইলে সমতা আনে ও তার ফলে সুস্থ ত্বকের অধিকারী হওয়া যায়। সমীক্ষার ফল থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে বেশিরভাগ মহিলা আমন্ডের মতো স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাদ্য পছন্দ করেন। নানারকম ফল, বিশেষকরে আমন্ডের মাধ্যমে ‘বিউটি বেনেফিট’ পাওয়া সম্ভব বলে তারা মনে করেন।

ইউগভ-এর এই সমীক্ষার ফলাফলকে স্বাগত জানিয়েছেন নিউট্রিশন অ্যান্ড ওয়েলনেস কনসাল্টেন্ট শীলা কৃষ্ণস্বামী, ম্যাক্স হেলথকেয়ার দিল্লির রিজিওনাল হেড-ডায়েটেটিক্স ঋতিকা সমাদ্দার এবং ইন্টিগ্রেটিভ নিউট্রিশনিস্ট অ্যান্ড হেলথ কোচ নেহা রাংলানি। উজ্জ্বল ও সুস্থ ত্বকের জন্য তারা পুষ্টিকর খাদ্য বিশেষত আমন্ডের কথা উল্লেখ করেছেন।

কেএফসি ইন্ডিয়ার কেএফসি বিরিয়ানি বাকেট

শিলিগুড়ি: কেএফসি ইন্ডিয়া এক নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হল - কেএফসি বিরিয়ানি বাকেট। এটি হল সুগন্ধী বিরিয়ানি রাইসের সঙ্গে ক্রিস্পি, জুইসি কেএফসি চিকেন।

কেএফসির এই নতুন বিরিয়ানি সবদিক থেকেই কেএফসি'র নিজস্বতাপূর্ণ। যেকোনও বিরিয়ানির গোড়াতেই লাগে সুগন্ধী চাল, আর তার সঙ্গে নানারকম মশলা ও মুচমুচে ভাজা পেঁয়াজের মিশ্রণ। এসবের সঙ্গে সবার উপরে টপিং হিসেবে থাকছে কেএফসি'র সিগনেচার চিকেন। কোনও বিরিয়ানিই পাশে মশলাদার গ্রেভি ছাড়া পূর্ণতা পায় না, তাই কেএফসি বিরিয়ানির সঙ্গে থাকছে সুগন্ধী মশলাদার গ্রেভি। কেএফসি বিরিয়ানি বাকেট পাওয়া যাচ্ছে চারটি ভেরিয়েন্টে – হট-অ্যান্ড-ক্রিস্পি চিকেন বিরিয়ানি বাকেট, পপকর্ন চিকেন বিরিয়ানি বাকেট, স্মোকি গ্রিলড বিরিয়ানি বাকেট ও ভেজ বিরিয়ানি বাকেট।

কেএফসি বিরিয়ানি বাকেট পাওয়া যাবে দেশের সকল কেএফসি রেস্টুরেন্টে। ডেলিভারি ও টেক-অ্যাওয়ে'র জন্য রয়েছে কেএফসি অ্যাপ ও ওয়েবসাইট (https://online.kfc.co.in/)। এর দাম শুরু হচ্ছে ১৬৯ টাকা থেকে।

বিড়লা সেঞ্চুরি'র 'হিল অ্যান্ড গ্লেড'

কলকাতা: 'হিল অ্যান্ড গ্লেড' লঞ্চের মধ্য দিয়ে বিড়লা সেঞ্চুরির হোম ডিভিশন এবার ভারতের টেক্সটাইল মার্কেটকে সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে। 'হিল অ্যান্ড গ্লেড' হল হোম বেডিং সেগমেন্টে তাদের ফ্ল্যাগশিপ ব্র্যান্ড। ক্রেতাদের পছন্দ অনুসারে বিড়লা সেঞ্চুরির 'হিল অ্যান্ড গ্লেড' নানা রঙ ও কোয়ালিটির পণ্য সরবরাহ করবে।

'হিল অ্যান্ড গ্লেড' ২৫০টিরও বেশি নজরকাড়া ডিজাইন ও রঙের এবং ৪টি কোয়ালিটির পণ্য আনতে চলেছে – বেসিক, এসেন্সিয়াল, প্রিমিয়াম ও গ্র্যাঞ্জার। এগুলির থ্রেড কাউন্ট যথাক্রমে ১৬০, ২১০, ৩০০ ও ৪০০। কটন বেড শিটের পুরো সম্ভারটি এককথায় অভিনব। গ্রাহকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে বিড়লা সেঞ্চুরির 'হিল অ্যান্ড গ্লেড' আনবে হ্যান্ড টাওয়েল, ফেস টাওয়েল ও বাথ টাওয়েল। এছাড়া আনা হবে এথনিক বেডশিট।

দেশে ও বিদেশে ডিস্ট্রিবিউটরদের এক্সটেন্সিভ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিড়লা সেঞ্চুরি তাদের গ্রাহকদের কাছে এইসব পণ্যসম্ভার পৌঁছে দেবে।

নতুন চেহারায় শিভাস ১২ হুইস্কি

কলকাতা: বিশ্বের অন্যতম সর্বাধিক-বিক্রীত ব্লেন্ডেড স্কচ হুইস্কি শিভাস তার ১১২ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম এক নতুন চেহারায় উপস্থিত হল। এর বোতল, লেবেল ও প্যাকে পরিবর্তন ঘটিয়ে একেবারে 'স্ট্রাইকিং নিউ লুক' আনা হয়েছে, যা বোল্ডনেস, মডার্নিটি ও স্ট্যাটাসের প্রতীক। সেইসঙ্গে শিভাসের দীর্ঘ ঐতিহ্য ও মর্যাদাকেও অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে।

নতুন ডিজাইনের শিভাস ১২-এর বোতলের আকারে পরিবর্তন ঘটিয়ে দৈর্ঘ্য বাড়ানো হয়েছে। আউটার বক্সের রঙেও পরিবর্তন এসেছে। প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রে নজর রাখা হয়েছে তা যেন রিসাইক্লেবল, রিইউজেবল ও কম্পোস্টেবল হয়। তবে প্রত্যেক বোতলের শিভাস ১২ হুইস্কি কিন্তু সেই আগের মতোই স্মুথ, রিচ ও জেনারাস রয়েছে।

নতুন রূপের শিভাস ১২ খুব শীঘ্রই ভারতে পাওয়া যাবে। এরসঙ্গে থাকবে গ্রাহকদের জন্য এমন এক ক্যাম্পেন যা তাদের নতুন স্ট্যাটাস অর্জনে সাহায্য করবে।

নেট এ ময়ূখের সাফল্যে বাইজুস

শিলিগুড়ি: ইউজিসি-নেট ২০২১ শিক্ষা বর্ষে ৯৯.৯৯ শতাংশ পেয়ে পশ্চিমবঙ্গকে গর্বিত করেছে শিলিগুড়ির ময়ূখ মজুমদার। জাতীয়-স্তরের এই পরীক্ষায় ১১০ জনের বেশি প্রার্থী ৯৯ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় পাশ করেছে। ময়ূখ সহ দেশব্যাপী একাধিক ছাত্র তাদের এই ফলাফলের কৃতিত্ব বাইজুসকে দিয়েছে।

পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে ময়ূখ মজুমদার বলেন, বাইজুসের মাধ্যমে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়াটাই আমার সাফল্যের কারণ। সর্বভারতীয় স্তরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য বাইজুসের অনলাইন টেস্ট সিরিজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অনলাইন টেস্ট সিরিজ আমার দুর্বল ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে সেই বিষয়ে দুর্বলতা দূর করে কনফিডেন্স লেভেল অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। এইভাবে গাইড করার জন্য ময়ূখ বাইজুসকে বিশেষ ধন্যবাদ জানায়।

এই বাইজুস এক্সাম প্রেপ হল একটি পরীক্ষার প্রস্তুতির প্ল্যাটফর্ম। যা সরকারি চাকরি, আইএএস, ক্যাট, ডিফেন্স, ইউজিসি-নেট সহ স্নাতকোত্তর প্রবেশিকা পরীক্ষার ২৫টি বিভাগে ১৫০ টিরও বেশি পরীক্ষার জন্য ট্রেনিং দেয়।

বিশেষজ্ঞদের দ্বারা অনলাইন ক্লাসরুম প্রোগ্রামে প্রায় ৩.৫ মিলিয়নেরও বেশি শিক্ষার্থীকে প্যাটার্ন টেস্ট সিরিজের মাধ্যমে ট্রেনিং দেয় বাইজুস। উল্লখ্য, প্রতি বছর ৯,০০০-এরও বেশি শিক্ষার্থী প্রতিবছর চাকরী ও বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য বাইজুসের সাহায্য নেয়। বাইজুসের সিনিয়র ফ্যাকাল্টি অমিত চ্যাটার্জি বলেন, মহামারিতেও কঠোর প্রশিক্ষণ ও টেস্ট সিরিজের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীরা দুর্দান্ত ফলাফল নিশ্চিত করে তাদের মেধা প্রমাণ করেছে।

পাঁচ বছর পরে ফিরে এলো মর্টিনের 'লুই দ্য মসকুইটো'

শিলিগুড়ি: বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী পেস্ট-কন্ট্রোল ব্র্যান্ড মর্টিন তাদের পুরনো নেমেসিস 'লুই'কে আবার ফিরিয়ে আনলো এক নতুন অবতারে – 'লুই দ্য মসকুইটো'। নতুন ও আরও শক্তিশালী এই ব্র্যান্ড ম্যাসকটের প্রত্যাবর্তন ঘটল পাঁচ বছর পর।

মর্গ ও মর্টের সন্তান লুই প্রথম প্রকাশ্যে আসে ১৯৫৭ সালে, একটি মাছি হিসেবে। তার পরিচয় ছিল এক খারাপ, দুষ্ট, শক্তিশালী ও নোংরা মাছি হিসেবে, যে কিনা শুধু রোগ ছড়িয়ে বেড়ায়। 'লুই দ্য ফ্লাই'-এর পরিবর্তিত রূপ 'লুই দ্য মসকুইটো'কে মর্টিন ভারতে আনে ২০০৪ সালে। তার কাজ

ছিল পোকামাকড় ও মশাবাহিত রোগের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা। জিওফ্রি মর্গান পাইক চিত্রিত লুই'কে অনেক অ্যানিমেটেড টিভি কমার্সিয়ালে দেখা গেছে।

মর্টিনের ঘোষিত অঙ্গীকার 'ওয়ান হেলথ, ওয়ান প্ল্যানেট, ওয়ান ফিউচার' – সেইকারণে ২০৩০ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া-মুক্ত ভারত গড়ার দিকে নজর নিবদ্ধ করেছে মর্টিন। বিভিন্ন কমার্সিয়ালে লুইকে শেষ দেখা গিয়েছিল ২০২৭ সালে। মর্টিনের নতুন টিভি কমার্সিয়াল 'লুই ইজ ব্যাক' একেবারে নতুন রূপে লুইকে উপস্থাপিত করেছে, যে শুধুমাত্র মর্টিনকেই ভয় পায়।

আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স ক্লেইম সেটলমেন্ট রেশিয়ো

শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্লেইম সেটলমেন্ট রেশিয়ো ২০২১ অর্থবর্ষে ৯৭.৯ শতাংশ। এইসময়কালে নন-ইনভেস্টিগেটেড ডেথ ক্লেইম সেটল করতে কোম্পানির লেগেছে মাত্র ১.৪ দিন। ২০২২ অর্থবর্ষে সমাপ্ত ৯ মাসে কোম্পানি ৯৮২ কোটি টাকার কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ক্লেইম মিটিয়েছে। গ্রাহক পরিষেবা আরও দ্রুত ও মসৃণ করতে আইসিআইসিআই প্রু লাইফ বিভিন্ন ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহার করছে, যেমন আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, রোবোটিক প্রসেস অটোমেশন ও অপ্টিক্যাল ক্যারেক্টার রেকগনিশন। আন্ডাররাইটিং, ক্লেইমস অ্যাসেসমেন্ট, পলিসি সেলিং বা রিনিউ করার ক্ষেত্রে আরপিএ ও ওসিআর টেকনোলজিও ব্যবহার করা হচ্ছে।

গ্রাহকরা হোয়াটসঅ্যাপ, মোবাইল অ্যাপ, ওয়েবসাইট, চ্যাটবট লিগো ইত্যাদি ডিজিটাল টাচপয়েন্ট ব্যবহার করে নানারকম পরিষেবা গ্রহণ করতে পারেন। দেশের প্রায় ৯৫ শতাংশ পিনকোড এলাকায় কোম্পানির ৩,০০,০০০টিরও বেশি টাচপয়েন্ট রয়েছে, যেগুলির মাধ্যমে প্রিমিয়াম রিনিউয়াল পেমেন্ট করা যায়। অতিমারি-ঘটিত কারণে লাইফ কভারের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে, আর সেইজন্য কোম্পানি একটি মাল্টি-লিঙ্গুয়াল, স্পিচ-রেকগনিশন ও কনভার্সেশনাল এআই টুল 'হিউম্যানয়েড' চালু করেছে। 'হিউম্যানয়েড' প্রতি ঘন্টায় ৫০,০০০-এরও বেশি গ্রাহককে কল করতে সক্ষম। এর সাহায্যে প্রিমিয়াম রিনিউয়াল রিমাইন্ডার কলিং করা সম্ভব হচ্ছে।

এমজি মোটরের নতুন জেডএস ইভি কার

কলকাতা: এমজি মোটর ইন্ডিয়া তাদের নতুন গাড়ি 'জেডএস ইভি' লঞ্চ করল। এই গাড়িতে রয়েছে লার্জেস্ট-ইন-সেগমেন্ট ও অ্যাডভান্সড টেকনোলজির ৫০.৩ কেডব্লুএইচ ব্যাটারি। গাড়িটি পাওয়া যাবে দুইটি ভেরিয়েন্টে – এক্সাইট ও এক্সক্লুসিভ। এক্সক্লুসিভের বুকিং শুরু হলেও এক্সাইটের বুকিং আরম্ভ হবে জুলাই থেকে। গাড়িটি পাওয়া যাবে ৪টি এক্সটেরিয়র কলারে – ফেরিস হোয়াইট, কারেন্ট রেড, অ্যাশেন সিলভার ও সেবল ব্ল্যাক।

নতুন জেডএস ইভি গাড়িটির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে: চমকপ্রদ এক্সটেরিয়র ডিজাইন এলিমেন্টস, কমফর্টেবল ও প্রিমিয়াম ইন্টেরিয়র, ফার্স্ট-ইন-সেগমেন্ট ফিচার্স – যেমন ডুয়াল পেন প্যানোরামিক স্কাইরুফ, ডিজিটাল ব্লুটুথ কী, রিয়ার ড্রাইভ অ্যাসিস্ট, ৩৬০ ডিগ্রি ক্যামেরা, ৭৫+ কানেক্টেড কার ফিচার্স-সহ আই-স্মার্ট, হিল ডিসেন্ট কন্ট্রোল ইত্যাদি। এর গ্লোবালি সার্টিফায়েড ব্যাটারিও ৮টি স্পেশাল সেফটি টেস্টে উত্তীর্ণ।

জেডএস ইভি'তে সর্বাধিক সুরক্ষার জন্য ৬টি এয়ারব্যাগ, ৩৬০ ডিগ্রি ক্যামেরা,

হিল ডিসেন্ট কন্ট্রোল, টায়ার প্রেসার মনিটরিং সিস্টেম ও ইলেক্ট্রনিক স্ট্যাবিলিটি কন্ট্রোল রয়েছে, যাতে মসৃণ ও নিয়ন্ত্রিত ড্রাইভ সম্ভব হয়। প্রাইভেট কাস্টমারদের জন্য নতুন জেডএস ইভি'তে সুরক্ষার জন্য রয়েছে এমজি ই-শিল্ড। এছাড়া রয়েছে আনলিমিটেড কিলোমিটারের ফ্রি-অফ-চার্জ ৫-বছর মেয়াদী ওয়ারেন্টি। ব্যাটারি প্যাক সিস্টেমের জন্য রয়েছে ৮-বছর/ ১.৫ লক্ষ কিমি ওয়ারেন্টি, ৫-বছরের রাউন্ড-দ্য-ক্লক রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্স এবং ৫টি লেবার-ফ্রি সার্ভিসের ব্যবস্থা।